শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পন্ন হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর

জফির সেতু

মোহাম্মদ শেখ সাদী

উম্মে হাবিবা

প্রণয় ভূঞাঁ

সৈয়দা ফারিহা লাহারিন

ফিরোজ আল ফেরদৌস

সফিকুল আলম বকশ

সম্পাদনা

স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাইরেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বর্তমান শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক কীভাবে শিখন-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, শিক্ষক-সহায়িকায় সে-সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এটি অনুসরণ করে শিক্ষকগণ শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বাংলা বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অর্জন-উপযোগী মোট সাতটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ধীরে ধীরে এসব যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে এ বইয়ের যাবতীয় শিখন-অভিজ্ঞতা পরিকল্পিত। কিছু ক্ষেত্রে পাঠের বিষয় এবং শিখন অভিজ্ঞতায় পূর্ববর্তী শ্রেণির কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রাখা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন সপ্তম শ্রেণির যোগ্যতাগুলোর ভিত্তিতে নতুন শ্রেণির যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। একইসাথে পূর্ববর্তী শ্রেণিতে কোনো শিখন ঘাটতি থাকলে তাও পূরণ করার সুযোগ পায়।

পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিটি শিখন-অভিজ্ঞতার জন্য পৃথক পৃথক শিখন-কৌশল সংযুক্ত রয়েছে। এছাড়া শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। এসব যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে তাদের ভাষাদক্ষতা বাড়াতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

বর্তমান শিক্ষাক্রম কেবল পাঠ্যবই-নির্ভর নয়। পাঠ্যবই এখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম; তবে একমাত্র মাধ্যম নয়। আমরা প্রত্যাশা করি, শিক্ষকগণ এই শিক্ষক-সহায়িকায় দেওয়া শিখন-অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখবেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সূচিপত্র

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন	১
শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা	৩
বাংলা বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা	৪
শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক	৫
অষ্টম শ্রেণির জন্য ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পাঠ্যসূচি	৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ১: প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি (প্রথম অধ্যায়)	৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত বলি প্রমিত লিখি (দ্বিতীয় অধ্যায়)	১৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: প্রায়োগিক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	২০
শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: বিবরণমূলক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	২৩
শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: তথ্যমূলক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	২৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: বিশ্লেষণমূলক লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	২৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: কল্পনানির্ভর লেখা (তৃতীয় অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	২৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয় (চতুর্থ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	২৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: শব্দদ্বিত্ব (চতুর্থ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৩২
শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: বাক্য (চতুর্থ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৩৫
শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ (চতুর্থ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৩৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: বানান ও অভিধান (চতুর্থ অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	৩৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: বিবরণ লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	৪১
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: বিশ্লেষণ করা (পঞ্চম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৪৪
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: কবিতা (ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	৪৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৬: গল্প (ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৫৪
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৭: প্রবন্ধ (ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৬১
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৮: নাটক (ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৬৫
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৯: মত প্রকাশ করি, ভিন্নমত বিবেচনা করি (৭ম অধ্যায়)	৬৯

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখি। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করি, আর এভাবেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জগতের সাথে পরিচিত হই। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল দিক হলো শিক্ষার্থীর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনের বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটানো—যাতে শিখন সহজ, আনন্দময় ও অর্থবহ হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজে তাদের জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ ঘটাতে পারে।

অভিজ্ঞতামূলক শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং চারপাশের সাথে নিজেকে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। মোট চারটি ধাপে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের কার্যক্রম অনুশীলন করা হয়:

১. **প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা:** শিক্ষার্থী তার নিজের ধারণা কোনো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে।

২. **প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ:** পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও পরীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষার্থী আগের অভিজ্ঞতা যাচাই করবে।

৩. **বিমূর্ত ধারণায়ন:** বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজস্ব ধারণায় উপনীত হবে। শিক্ষক এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সরাসরি সহায়তা করবেন।

৪. **সক্রিয় পরীক্ষণ:** অর্জিত ধারণা কোনো নতুন বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে প্রয়োগ করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন-পরিমার্জন করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য এই শিক্ষক সহায়িকায় যেসব শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার প্রতিটিতে এই চারটি ধাপ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীরা যেন শ্রেণি-কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করা।

শ্রেণিকাজে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বাস্তবায়নে শিক্ষককে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনকে সম্পর্কিত করে তাদের ক্ষমতায়ন করা। কাজেই শ্রেণিকাজ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিতে হবে।

- শিখন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণগুলো ব্যবহারের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন উল্লিখিত ৪টি ধাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা দেখে, শুনে, পড়ে, লিখে এবং স্পর্শ করার মাধ্যমে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তারা যেন শিখন কাজে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটাতে পারে।
- একক, জোড়ায় বা দলীয় যে কোনো কাজে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এমন নির্দেশনা দেওয়া।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে যেন নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হয়।
- শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময়ে শিক্ষার্থীদের রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যা, তাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময়ে কাজে লাগাবেন। একে অপরের সাথে নিজেদের বৈচিত্র্যময় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সবার শিখন উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুধুমাত্র শ্রেণিকাজ বা পাঠ্যবই নির্ভর নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও কাজ করার সুযোগ রাখবেন। পাঠের ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজন, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবেন।
- যে কোনো শিখন অভিজ্ঞতা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র লিখতে, পড়তে, বলতে বলা নয় বরং ভূমিকাভিনয়, উপস্থাপনা, প্রদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের জন্য কিছু পদ্ধতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সমন্বয় রেখে ভিন্ন ভিন্ন শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। কয়েকটি পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্পভিত্তিক শিখন	সমস্যাভিত্তিক শিখন	সহযোগিতামূলক শিখন	অনুসন্ধানমূলক শিখন
বিশ্লেষণমূলক শিখন	তথ্য-প্রমাণভিত্তিক শিখন	খেলাভিত্তিক শিখন	কুইজ
কেস-স্টাডি	ভূমিকাভিনয়	প্রদর্শন	দেয়ালপত্রিকা
জরিপ	সৃজনশীল লিখন	তথ্য যাচাই	অভিজ্ঞতা বিনিময়
বিতর্ক	দলগত আলোচনা	প্রশ্ন-উত্তর	ভূমিকাভিনয়

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার জন্য উল্লিখিত ৪টি ধাপে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ একটি শিখন অভিজ্ঞতার নির্ধারিত কার্যক্রমে দলগত আলোচনা, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, ভূমিকাভিনয়— এই ৩টি কৌশল একই সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা

১. শিক্ষক বছরের প্রথম ক্লাসেই শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ের জন্য একটি আলাদা খাতা তৈরি করতে বলতে পারেন।

২. শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের উপর এক বা একাধিক শিখন-অভিজ্ঞতা দেওয়া আছে। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের উপর পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিখন-অভিজ্ঞতাটি ভালোভাবে পাঠ করবেন এবং নির্দেশিত ধাপ অনুসরণ করে শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি নেবেন।

৩. শ্রেণিকাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন। যদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের ভিতরের বা বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তাদের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখবেন।

৪. বিশেষ প্রয়োজনে শিখন-অভিজ্ঞতার কার্যক্রমে সীমিত আকারে রদবদল করা যাবে। এ ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিখন-অভিজ্ঞতার সাথে নির্ধারিত যোগ্যতার মূল লক্ষ্য যাতে ঠিক থাকে সেটি খেয়াল রাখবেন।

৫. শ্রেণি কাজ পরিচালনার সময়ে তা প্রস্তাবিত সেশন/ক্লাস সংখ্যার চেয়ে কম-বেশি হতে পারে। সেশন সংখ্যা যাই হোক না কেন, শ্রেণিকাজে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

৬. দলীয় কাজের জন্য শ্রেণিকক্ষের আসনগুলো পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

৭. জোড়ায় কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করে তা নিশ্চিত করবেন।

৮. দলীয় কাজ উপস্থাপনার সময়ে যেসব বক্তব্য এক দল আগেই উপস্থাপন করেছে, সেসব বক্তব্য পরবর্তী দলের তুলে ধরার দরকার নেই। শিক্ষক হিসেবে আপনি পরবর্তী দলকে নতুন কিছু সংযোজনের নির্দেশ দেবেন। কোনো দলের উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপনার শেষে তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন।

৯. একক বা দলীয় বিভিন্ন কাজ উপস্থাপনের সুযোগ যাতে শ্রেণির সব শিক্ষার্থী পায়, শিক্ষক সে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। বিশেষভাবে একজন বা কয়েকজন শিক্ষার্থী যেন বারে বারে উপস্থাপনের সুযোগ না পায়।

১০. কিছু শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে যেগুলোর কাজ একই ধরনের। এগুলো একটানা করালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি ভাব তৈরি হতে পারে। এই একঘেয়েমি দূর করার জন্য শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অনুক্রমে পরিবর্তন আনতে পারেন। প্রয়োজনে এক অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদ করার পর অন্য অধ্যায়ের আরেকটি পরিচ্ছেদে যেতে পারবেন।

১১. কবিতার পরিচ্ছেদ নিয়ে কাজের সময়ে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি রেকর্ড করেও তাদের শোনানো যেতে পারে। এসব কাজের জন্য বিদ্যালয়ের বিশেষ ডিভাইস না থাকলে শিক্ষক নিজের স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে পাঠ্যবইয়ের যে কোনো রচনা বা অন্য সাহিত্য-রূপের জন্যও প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স ও অন্যান্য অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

১২. শিক্ষার্থীরা যাতে অভিধান, কোষগ্রন্থ ও অন্যান্য অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করতে শেখে, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন। শব্দের বানান, অর্থ ও পদ-পরিচয় দেখার জন্য কিংবা কবি-লেখকদের জীবনী জানার জন্য এসব সূত্রের প্রয়োজন হতে পারে।

১৩. সেশন পরিচালনার সময়ে কাজের ধাপ অনুসরণ করতে ও নমুনা উত্তর জানানোর সুবিধার্থে 'শিক্ষক সহায়িকা' সাথে রাখতে পারেন। তবে শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশ প্রদানের সময়ে সহায়িকাতে উল্লিখিত নমুনা নির্দেশনাগুলো হুবহু দেখে দেখে পাঠ করবেন না।

১৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো দৃষ্টি-প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-প্রতিবন্ধিতা, বাক-প্রতিবন্ধিতা, বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা শিখন-চ্যালেঞ্জ থাকলে শিক্ষক তাঁর নির্দেশনা এমনভাবে দেবেন যেন শিক্ষার্থী তার প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়ে না পড়ে। প্রয়োজন হলে এ ধরনের শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে যুক্ত করে দিতে পারেন, যাতে তারা পরস্পরের সহযোগিতায় শ্রেণিকাজ সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যাতে এ ধরনের শিক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর সাথে যুক্ত করা যায়।

১৫. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, সে ব্যাপারে তাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখবেন।

বাংলা বিষয়ে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা

ক্রম	যোগ্যতার বিবরণ
১	পরিবেশ, পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে ভাববিনিময়মূলক ভাষায় যোগাযোগ করতে পারা।
২	ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পরিসরে যথাযথভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে/ প্রকাশ করতে পারা।
৩	প্রায়োগিক, বর্ণনা, তথ্য, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর লেখা এবং কোনো লেখা পড়ে বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা।
৪	ব্যাকরণিক সূত্র, বানান ও ভাষারীতি মেনে যথাযথভাবে লিখতে/ প্রকাশ করতে পারা।
৫	নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, অভিমত যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারা এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ও প্রতিবেদনমূলক রচনায় রূপান্তরিত করতে পারা।
৬	সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে জীবন, সমাজ ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।
৭	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা, ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারা।

শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক

ক্রম	শিখন অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা	বইয়ের পাঠ	মূল যোগ্যতা
১	প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি	৮	প্রথম অধ্যায়	যোগ্যতা ১
২	প্রমিত বলি প্রমিত লিখি	৭	দ্বিতীয় অধ্যায়	যোগ্যতা ২
৩	প্রায়োগিক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৪	বিবরণমূলক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৫	তথ্যমূলক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৬	বিশ্লেষণমূলক লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৭	কল্পনানির্ভর লেখা	৩	তৃতীয় অধ্যায়: ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৩
৮	সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়	৩	চতুর্থ অধ্যায়: ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
৯	শব্দদ্বিত্ব	৩	চতুর্থ অধ্যায়: ২য়পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
১০	বাক্য	১	চতুর্থ অধ্যায়: ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
১১	সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ	১	চতুর্থ অধ্যায়: ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
১২	বানান ও অভিধান	২	চতুর্থ অধ্যায়: ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪
১৩	বিবরণ লেখা	৪	পঞ্চম অধ্যায়: ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
১৪	বিশ্লেষণ করা	৩	পঞ্চম অধ্যায়: ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
১৫	কবিতা	১৬	ষষ্ঠ অধ্যায়: ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৬	গল্প	১১	ষষ্ঠ অধ্যায়: ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৭	প্রবন্ধ	৫	ষষ্ঠ অধ্যায়: ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৮	নাটক	৬	ষষ্ঠ অধ্যায়: ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৬
১৯	মত প্রকাশ করি, ভিন্নমত বিবেচনা করি	৫	সপ্তম অধ্যায়	যোগ্যতা ৭
মোট		৯০		

- প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট এক/একাধিক যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য যোগ্যতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
- শ্রেণিকক্ষে কাজ পরিচালনায় শিখন অভিজ্ঞতায় প্রস্তাবিত সেশন সংখ্যার চেয়ে বেশি সেশন প্রয়োজন হতে পারে। আশা করা হচ্ছে যে বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির জন্য বছরব্যাপী বাংলা বিষয়ে শিখন-শেখানো ও মূল্যায়ন কাজ বাস্তবায়ন করতে সর্বমোট ১১২টি সেশন পাওয়া যাবে।

অষ্টম শ্রেণির জন্য ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পাঠ্যসূচি

ষাণ্মাসিক

অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ		সেশন সংখ্যা
প্রথম অধ্যায়	প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি	৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: ধ্বনির উচ্চারণ	৭
	২য় পরিচ্ছেদ: শব্দের উচ্চারণ	
	৩য় পরিচ্ছেদ: লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি	
তৃতীয় অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: প্রায়োগিক লেখা	১৫
	২য় পরিচ্ছেদ: বিবরণমূলক লেখা	
	৩য় পরিচ্ছেদ: তথ্যমূলক লেখা	
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: বিশ্লেষণমূলক লেখা	
	৫ম পরিচ্ছেদ: কল্পনানির্ভর লেখা	
চতুর্থ অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: সমাস, উপসর্গ, প্রত্যয়	১০
	২য় পরিচ্ছেদ: শব্দদ্বিত্ব	
	৩য় পরিচ্ছেদ: বাক্য	
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ	
	৫ম পরিচ্ছেদ: বানান ও অভিধান	
মোট		৪০

বার্ষিক

পঞ্চম অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: বিবরণ লেখা	৭
	২য় পরিচ্ছেদ: বিশ্লেষণ করা	
ষষ্ঠ অধ্যায়	১ম পরিচ্ছেদ: কবিতা	৩৮
	২য় পরিচ্ছেদ: গল্প	
	৩য় পরিচ্ছেদ: প্রবন্ধ	
	৪র্থ পরিচ্ছেদ: নাটক	
সপ্তম অধ্যায়	মত প্রকাশ করি ভিন্নমত বিবেচনা করি	৫
মোট		৫০

বিশেষ নির্দেশনা:

- ষাণ্মাসিক ও বার্ষিকের জন্য যে ক্রমে অধ্যায়গুলো এখানে সন্নিবেশিত আছে, অনুরূপভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত করতে হবে। কেননা শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম একই ক্রমে পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে কবিতা ও গল্প নিয়ে কাজগুলো একই ধরনের হবার কারণে একটানা এগুলো নিয়ে কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি তৈরি হতে পারে। এ কারণে এ পরিচ্ছেদগুলোর কাজের মাঝে মাঝে অন্য পরিচ্ছেদের কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

প্রথম অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ১: প্রয়োজন বুঝে যোগাযোগ করি

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা সময় পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ভিন্নতা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে ও প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগের উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে তাদের যোগাযোগ দক্ষতার উন্নতি করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৮

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ১ম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগের উপায় নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ১.১, দলীয় কাজ)
- ঘটনা বিশ্লেষণ করে যোগাযোগের উদ্দেশ্য, চিন্তা, অনুভূতি ও উপায় নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ১.২, জোড়ায় কাজ)
- যোগাযোগের উদ্দেশ্য এবং কার্যকরভাবে উপায়ে যোগাযোগ করার কৌশল নিয়ে আলোচনা।
- ‘অপারেশন কদমতলী’ গল্প নীরবে পাঠ, গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- গল্পের কিছু কথার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা। (অনুশীলনী ১.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)
- গল্পের কিছু কথার সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তন করা। (অনুশীলনী ১.৪, একক কাজ ও জোড়ায় কাজ)
- ব্যক্তিগত জীবন থেকে যোগাযোগের একটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং এ ব্যাপারে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মতামত গ্রহণ। (অনুশীলনী ১.৫, একক কাজ) ও বাস্তবে যোগাযোগের প্রস্তুতি।
- নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বাস্তবে যোগাযোগ করা। (অনুশীলনী ১.৬, দলীয় প্রকল্পভিত্তিক কাজ)

সেশন: ১

- **পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগের উপায় নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ১.১, দলীয় কাজ)**

ক্লাসের মোট শিক্ষার্থীদের কিছু সুবিধাজনক সংখ্যক ছোটো দলে ভাগ করে নেবেন। দলের প্রত্যেকের জন্য যেন কাজ নির্ধারণ করা থাকে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। এরপর এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলের প্রত্যেকে অনুশীলনী ১.১-এ দেওয়া ছকের নির্দেশনা এবং নমুনা উত্তর ভালো করে পড়ো।
- তোমাদের দলের বন্ধুদের সাথে পরিস্থিতিগুলো নিয়ে আলোচনা করে নমুনা পরিস্থিতি অনুযায়ী বইয়ের ছকটি পূরণ করো। এ কাজের জন্য মোট সময় ২৫ মিনিট।
- কাজ শেষে দলীয় উপস্থাপন করার জন্য প্রতি দলের জন্য সময় ৫ মিনিট। এক দলের উপস্থাপন শেষে বাকি বন্ধুরা তাদের কাজ সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে বা মতামত দিতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। তবে পুরোপুরি কাজটি করে দেবেন না বা সঠিক উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ **ঘটনা বিশ্লেষণ করে যোগাযোগের উদ্দেশ্য, চিন্তা, অনুভূতি ও উপায় নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ১.২, জোড়ায় কাজ)**

১ম ধাপ

এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ১.২-এর ঘটনা ১ এবং এর নমুনা উত্তরগুলো দেখে নাও। এরপর ঘটনা ২ এবং ৩ এর জন্য প্রদত্ত ছক নিজে নিজে করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ৫ মিনিট।
- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজটি উপস্থাপন করবে ও বাকিরা তখন নিজেদের কাজের সাথে মিলিয়ে নেবে। যে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা জানাবে।

পূর্বের সেশনের ন্যায় এ পর্যায়েও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলীয় কাজে সহযোগিতা করবেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। উপস্থাপনার সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশের ও আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যে শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশনগুলোতে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন এ পর্যায়ে সুযোগ পায়। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অনুশীলনীর উপযুক্ত উত্তর নির্ধারণে সাহায্য করবেন।

সেশন: ৩

➢ যোগাযোগের উদ্দেশ্য এবং কার্যকর উপায়ে যোগাযোগ করার কৌশল নিয়ে আলোচনা।

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘যোগাযোগের উদ্দেশ্য’ এবং ‘কার্যকর উপায়ে যোগাযোগ’ অনুচ্ছেদ দুটি একজন শিক্ষার্থীকে

সরবে পাঠ করতে বলবেন এবং একইসাথে অন্যরাও যেন তা নীরবে পাঠ করে সে নির্দেশনা দেবেন। তারা যেন মৌখিক এবং লিখিত যোগাযোগের নমুনা দুটি পড়ে তাও উল্লেখ করবেন। পাঠ শেষে অনুচ্ছেদের বক্তব্য শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনুচ্ছেদ দুটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- যোগাযোগের উদ্দেশ্য বলতে তোমাদের কী মনে হয়?
- যোগাযোগের সময়ে আমাদের যে চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা থাকে তা কি সবসময়ে প্রকাশ করতে পারি?
- যোগাযোগের সময়ে চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- যোগাযোগের সময়ে তোমরা কীভাবে নিজেদের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা প্রকাশ করো?
- তোমরা যেভাবে প্রকাশ করো তার সাথে বইয়ে দেওয়া মৌখিক যোগাযোগের সময়ে নমুনা উত্তরের মিল-অমিল কী?
- মৌখিক যোগাযোগের জন্য বইয়ে যে নমুনা কৌশল দেওয়া আছে সেভাবে যোগাযোগ করতে পারলে যোগাযোগের উদ্দেশ্য পূরণ কি সহজ হবে মনে করো?
- লিখিত উপায়ে যোগাযোগের সময়ে কখন নিজেদের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা প্রকাশ করতে হয়?
- চিঠি, আবেদনপত্র, ই-মেইল ছাড়া আর কোনো লিখিত উপায়ে আমরা নিজেদের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা প্রকাশ করি?

প্রশ্নোত্তরের সময়ে শিক্ষার্থীরা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করতে পারে ও আলোচনা করতে পারে এমন পরিবেশ তৈরি করবেন।

শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষকের জন্য নোট: যে কোনো ধরনের পরিস্থিতিতে কার্যকর যোগাযোগের জন্য দুটি দক্ষতা প্রয়োজন হয় : ১) নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা দৃঢ়প্রত্যয়ীভাবে প্রকাশ করতে পারা, ও ২) অন্যের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা বোঝার চেষ্টা করা। ভাষিক এবং অভাষিক অসংখ্য উপায়ে আমরা উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের প্রকাশ করি এবং অন্যদেরটাও বোঝার চেষ্টা করি। চিন্তা এবং অনুভূতি দেখা যায় না। চিন্তা হচ্ছে এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া যা সহজেই ভাষায় বর্ণনা করা যায়। অনুভূতি হচ্ছে আমরা যা বোধ করি, এটি ভাষায় বর্ণনা করা সহজ নয়। অপরদিকে চাহিদা বস্তুগত এবং অবস্তুগত উভয় ধরনেরই হতে পারে।

সেশন: ৪

➢ **'অপারেশন কদমতলী' গল্প নীরবে পাঠ, গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'অপারেশন কদমতলী' লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ২০ মিনিট।
- পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- গল্পের বিষয়বস্তু এবং এর চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করো। গল্পের কাহিনী, বিষয়বস্তু এবং চরিত্র নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে তা জানাও।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। কোনো শিক্ষার্থী ২০ মিনিটের মধ্যে পাঠ শেষ করতে না পারলে তাকে পরে পুরো গল্প পড়ে নিতে বলে পরবর্তী কাজে চলে যাবেন। নীরব পাঠ ও শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- এই গল্পটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন সময়ের সাথে সম্পর্কিত?
- এ ধরনের গল্প কোনো গল্প কি কেউ আগে পড়েছ? পড়লে সেটি কী নিয়ে এবং কার লেখা?
- গল্পের যে কোনো একটি চরিত্র সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
- হঠাৎ করে গল্পের এলাকার চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল?
- "বাইরে জমকালো জরুরি অবস্থায় অন্ধকার" বলতে কী বুঝানো হয়েছে?
- এ গল্পে পাখির ডাক আনন্দের নয় কেন?
- এ গল্পের কাহিনী কী ধরনের অনুভূতি তৈরি করে তোমার মনে? কেন?
- এ গল্পের চরিত্রগুলোকে যেভাবে একে অপরের সাথে কথা বলতে দেখা গেছে বাস্তব জীবনে যোগাযোগের সময়ে আমরা কী এভাবে বলি না ভিন্নভাবে বলি?

সেশন: ৫

➢ **গল্পের কিছু কথার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করা। (অনুশীলনী ১.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে এককভাবে অনুশীলনী ১.৩-এর কাজটি করবে। কাজটি কীভাবে করতে হবে সেটির একটি নমুনা বইয়ে দেওয়া আছে। প্রথমে সেটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে নাও। কাজটি নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে প্রশ্ন করো।
- প্রথমে কাজটি এককভাবে করবে। এর জন্য তোমরা সময় পাবে ২০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। তবে পুরোপুরি কাজটি করে দেবেন না বা সঠিক উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। উপস্থাপনার সময়ে চার জন আলাদা শিক্ষার্থীকে ৪টি কথা নিয়ে তাদের

করা কাজ উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, শিক্ষক যেন এমনভাবে মতামত না দেন যা শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মত প্রকাশকে ব্যাহত করে।

সেশন: ৬

➤ **গল্পের কিছু কথার সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তন করা। (অনুশীলনী ১.৪, একক কাজ ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক প্রথমে ৭ম শ্রেণির পঠিত ধারণার আলোকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সম্বোধনের জন্য সর্বনামের তিনটি রূপ (সাধারণ সর্বনাম, মানী সর্বনাম ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম) এবং মর্যাদা অনুযায়ী ক্রিয়ার তিনটি রূপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করতে পারেন:

- আমরা সম্বোধনের সময়ে কয় ধরনের সর্বনাম ব্যবহার করি, কে উদাহরণসহ বলতে পারবে?
- সম্বোধনের সময়ে সর্বনামের রূপ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপে কী ধরনের পরিবর্তন হয়? কেউ কী উদাহরণ দিতে পারবে?

প্রশ্নোত্তর শেষে শিক্ষক অনুশীলনী ১.৪ নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দেবেন। এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ খাতায় অনুশীলনী ১.৪ এর কাজটি করো।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- এরপর জোড়ার দুজনে মিলে গল্প থেকে এমন আরো ৩-৫টি বাক্য নির্ধারণ করো এবং একইভাবে সর্বনাম ও ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তন করো।

পূর্বের সেশনগুলোর ন্যায় এ পর্যায়েও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজে সহযোগিতা করবেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। উপস্থাপনার সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশের ও আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যে শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশনগুলোতে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন এ পর্যায়ে সুযোগ পায়।

সেশন: ৭

➤ **ব্যক্তিগত জীবন থেকে যোগাযোগের একটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং এ ব্যাপারে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মতামত গ্রহণ (অনুশীলনী ১.৫, একক কাজ) ও বাস্তবে যোগাযোগের প্রস্তুতি।**

১ম ধাপ

এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটা একটি যোগাযোগের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করো। এরপর অনুশীলনী ১.৫-এর ছক অনুযায়ী পরিস্থিতিটি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।
- পরিস্থিতিটিতে যোগাযোগের উদ্দেশ্য কী ছিল, এতে কী ধরনের চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল এবং কীভাবে প্রকাশ করলে আরো কার্যকরভাবে যোগাযোগের উদ্দেশ্য আরো ভালোভাবে পূরণ হতো তাও উল্লেখ করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- কাজটি শেষে পাশের কয়েকজন সহপাঠীর সাথে নিজেদের লেখা বিনিময় করো এবং তাদের মতামত নাও। প্রয়োজন হলে ভিন্ন উপায়ে যোগাযোগ করার কৌশল পরিমার্জন করো।
- ক্লাসের কাজটি শেষে করে প্রত্যেকে পরিস্থিতিটি নিয়ে পরিবার বা পরিবারের বাইরের কোনো ব্যক্তির সাথে আলোচনা করবে। যোগাযোগের উদ্দেশ্য পূরণে পরিস্থিতি বিবেচনায় আর কী কী করা যেতে পারত, সে ব্যাপারে তাঁর মতামত নেবে এবং ছকের নির্দিষ্ট জায়গায় লিখে রাখবে।

২য় ধাপ

১ম ধাপের কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের কিছু সুবিধাজনক সংখ্যক ছোটো দলে ভাগ করে নেবেন। এরপর অনুশীলনী ১.৫-এর নির্দেশনা এবং নমুনা উত্তর পাঠ করে নিজেদের দলের জন্য শ্রেণিকক্ষের বা বিদ্যালয়ের যে কোনো একটি প্রয়োজন বা সমাধান দরকার এমন একটি সমস্যা নির্ধারণ করতে বলবেন। এরপর প্রত্যেক দল নিজেদের নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী ছকের নমুনা উত্তরের ন্যায় এটি নিয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা লিখিতভাবে প্রণয়ন করবে। দলের প্রত্যেকের জন্য যেন কাজ নির্ধারণ করা থাকে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীরা দলে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি নিতে থাকলে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত সহায়তা বা নির্দেশনা দেবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীরা তাদের দলে তাদের বিষয় অনুযায়ী বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে যেসব ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা করবে তাঁদের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন।

সেশন: ৮

➢ **নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে বাস্তবে যোগাযোগ করা। (অনুশীলনী ১.৫, দলীয় প্রকল্পভিত্তিক কাজ)**

এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পূর্বের সেশনে প্রত্যেক দল যে পরিকল্পনা তৈরি করেছে তা প্রতি দল সংক্ষেপে উপস্থাপন করবে। এক দল অন্য দলের পরিকল্পনা নিয়ে মতামত এবং পরামর্শ দিতে পারবে।
- লিখিত উপায়ে যোগাযোগের জন্য একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে নিজেদের দল হতে লেখা প্রস্তুত করো। একইসাথে যার/যাদের কাছে লেখাটি জমা দিতে হবে দাও। একইসাথে যার/যাদের সাথে মৌখিক উপায়ে যোগাযোগ করতে হবে তাদের সাথে যোগাযোগ করো।
- লিখিত এবং মৌখিক উপায়ে যোগাযোগের কাজটি শেষে এ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করতে কী ধরনের পরিকল্পনা করলে, কাদের সাথে এবং কীভাবে যোগাযোগ করলে তা নিয়ে প্রতি দল এক পৃষ্ঠার মধ্যে একটি বিবরণ জমা দেবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত বলি প্রমিত লিখি

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যার লক্ষ্য হলো তারা যেন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ এবং বাক্যের প্রমিত রূপ অনুশীলনের মাধ্যমে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলার ও লেখার দক্ষতা উন্নয়ন করার সুযোগ পায়।

কৌশল : এককককাজ, দলীয়কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৭

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ২য় অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

১ম পরিচ্ছেদ: ধ্বনির উচ্চারণ

- ‘মাগো, ওরা বলে’ কবিতা পাঠ, আবৃত্তি,কবিতার শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা এবং শব্দ থেকে বর্ণের ধ্বনিগুণ নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ২.১.১, জোড়ায় কাজ)
- নিজের বাক্প্রত্যঙ্গ শনাক্ত করা এবং ধ্বনি উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গ নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ২.১.২, জোড়ায় কাজ)
- উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির নিয়ে আলোচনা এবং নির্দিষ্ট শব্দের উচ্চারণ স্থান নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ২.১.৩, দলীয় কাজ)

২য় পরিচ্ছেদ: শব্দের উচ্চারণ

- ‘যাত্রা’ গল্প নীরবে পাঠ, গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং শব্দের প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন। (অনুশীলনী ২.২.১, জোড়ায় কাজ)
- ভাষার প্রমিত ও অপ্রমিত রূপ নিয়ে আলোচনা এবং গল্প হতে আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর। (অনুশীলনী ২.২.২, জোড়ায় কাজ)

৩য় পরিচ্ছেদ: লিখিত ভাষায় প্রমিত রীতি

- ‘রেলের পথ’ গল্প নীরবে পাঠ, গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং গল্প হতে সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দের রূপ পরিবর্তন। (অনুশীলনী ২.৩.১, জোড়ায় কাজ)

- গল্প হতে সাধু ভাষার বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর, প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলনের জন্য বিষয় নির্ধারণ ও স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ২.৩.২ ও ২.৩.৩, জোড়ায় কাজ)
- পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত স্ক্রিপ্ট দেখে প্রমিত উচ্চারণে পাঠ। (অনুশীলনী ২.৩.৩, জোড়ায় কাজ)

সেশন: ১

১ম ধাপ

- **'মাগো, ওরা বলে' কবিতা নীরবে পাঠ, আবৃত্তি, কবিতার শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'মাগো, ওরা বলে' কবিতাটি প্রত্যেকে প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ৩ মিনিট। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- কবিতা পাঠের সময়ে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করো। এতে কী ধরনের প্রেক্ষাপট, বক্তব্য এবং অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে তা জানাও।

নীরব পাঠ ও শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- এই কবিতাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন সময়ের সাথে সম্পর্কিত?
- 'সবার কথা কেড়ে নেবে' বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে মনে করো?
- কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি কবির কী ধরনের চিন্তা ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?
- কবিতায় মায়ের কী ধরনের চিন্তা ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?

কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শেষে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে পুরো কবিতা বা কবিতা থেকে কিছু লাইন আবৃত্তি করে শোনাতে বলবেন এবং তারা আবৃত্তি করবে। আবৃত্তির সময়ে সকলকে শব্দের উচ্চারণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে বলবেন এবং কোনো শব্দের উচ্চারণ যদি ভিন্নভাবে করতে হয় বলে তারা মনে করে সে ব্যাপারে মতামত জানাতে উৎসাহ দেবেন।

২য় ধাপ

- **ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা এবং শব্দ থেকে বর্ণের ধ্বনিগুণ নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ২.১.১, জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবইয়ের ‘ধ্বনির কম্পনমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহ অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি’ অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির ধারণা সম্পর্কে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাও।
- এরপর জোড়ায় অনুশীলনী ২.১.১-এর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট। সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। তবে পুরোপুরি কাজটি করে দেবেন না বা সঠিক উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে, শিক্ষক যেন এমনভাবে মতামত না দেন যা শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে মত প্রকাশকে ব্যাহত করে।

সেশন: ২

১ম ধাপ

➢ **নিজের বাক্‌প্রত্যঙ্গ শনাক্ত করা এবং ধ্বনি উচ্চারণে বাক্‌প্রত্যঙ্গ নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ২.১.২, জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে পাঠ্যবই থেকে বাগ্‌যন্ত্রের ছবিটি দেখো এবং ছবি অনুযায়ী নিজের শরীরের বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলো শনাক্ত করো। প্রত্যঙ্গগুলো কীভাবে কাজ করে তা নিজের শরীরের কার্যক্রম দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো।
- এরপর অনুশীলনী ২.১.২-এর ছকের লালচিহ্নিত বর্ণগুলো উচ্চারণ করো, উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্‌প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করো এবং ছকে লেখো। পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করে কাজটি করো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

২য় ধাপ

➢ **উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির নিয়ে আলোচনা এবং নির্দিষ্ট শব্দের উচ্চারণ স্থান নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ২.১.৩, দলীয় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে পাঠ্যবই থেকে ‘উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনি’ অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। ব্যঞ্জনধ্বনি উচারণে

যে পাঁচটি স্থান ব্যবহার হয় তা বোঝার চেষ্টা করো এবং এ ব্যাপারে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাও।

- এরপর জোড়ায় অনুশীলনী ২.১.৩-এর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট। সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

পূর্বের সেশনগুলোর ন্যায় এ পর্যায়েও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজে সহযোগিতা করবেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। উপস্থাপনার সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশের ও আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যে শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশনগুলোতে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন এ পর্যায়ে সুযোগ পায়। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অনুশীলনীর সঠিক উত্তর নির্ধারণে সাহায্য করবেন।

সেশন: ৩

১ম ধাপ

➢ **‘যাত্রা’ গল্প নীরবে পাঠ, গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং শব্দের প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন। (অনুশীলনী ২.২.১, জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘যাত্রা’ গল্পটি ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে যতটুকু পারো নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- গল্প পাঠের সময়ে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করো। এতে কী ধরনের প্রেক্ষাপট, বক্তব্য এবং অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে তা জানাও।

নীরব পাঠ ও শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- এই গল্পটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন সময়ের সাথে সম্পর্কিত?
- লেখক গল্পের নাম ‘যাত্রা’ কেন রেখেছেন মনে করো?
- এই গল্পে কয়টি চরিত্র পেলে?
- কোন চরিত্র হতে কী ধরনের চিন্তা ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?

এরপর শিক্ষার্থীদের অনুশীলনী ২.২.১-এর শব্দগুলোর উচ্চারণ জোড়ায় অনুশীলন করার নির্দেশনা দেবেন।

জোড়ার একজন একটি করে শব্দ উচ্চারণ করবে এবং অন্যজন মতামত দেবে সেটির উচ্চারণ সঠিক হয়েছে কি না। এভাবে জোড়ায় শিক্ষার্থীরা শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন করবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ অনুশীলন করার সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন।

২য় ধাপ

➤ **ভাষার প্রমিত ও অপ্রমিত রূপ নিয়ে আলোচনা এবং গল্প হতে আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর। (অনুশীলনী ২.২.২, জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ২.২.২-অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের মতো করে গল্প থেকে ১০টি আঞ্চলিক বাক্য নির্ধারণ করো এবং সেগুলোকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

এরপর নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে অপ্রমিত শব্দের ব্যবহার হয় এমন পাঁচটি বাক্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিজে নিজে নির্ধারণ করে সেগুলোকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করতে বলবেন। একক কাজ শেষে পূর্বের ন্যায় তারা জোড়ায় আলোচনা করে নিজেদের কাজ পরিমার্জন করবে এবং শেষে কয়েকজন নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে। খেয়াল রাখতে হবে, যে শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশনগুলোতে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন এ পর্যায়ে সুযোগ পায়। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অনুশীলনীর সঠিক উত্তর নির্ধারণে সাহায্য করবেন।

সেশন: ৪

➤ **‘রেলের পথ’ গল্প নীরবে পাঠ, গল্পের শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং গল্প হতে সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দের রূপ পরিবর্তন। (অনুশীলনী ২.৩.১, জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘রেলের পথ’ গল্পটি ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে যতটুকু পারো নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- গল্প পাঠের সময়ে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করো। এতে কী ধরনের প্রেক্ষাপট, বক্তব্য এবং অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে তা জানাও।

নীরব পাঠ ও শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- 'রেলের পথ' গল্পে অপু এবং তার দিদির রেললাইন দেখার উৎসাহ নিয়ে তোমার মতামত কী?
- তুমি কি কখনো রেললাইন দেখেছ বা রেলে চড়েছ? তোমার অভিজ্ঞতা বলো।
- গল্পের অপু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।
- এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা বলো যেখানে তুমি যা পেতে চেয়েছ কিন্তু অল্পের জন্য পাওনি।

আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ২.৩.১-অনুযায়ী গল্প থেকে ৫টি করে সর্বনাম ও ক্রিয়া শব্দ নির্ধারণ করে সেগুলোর প্রমিত রূপ নির্ধারণ করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

খেয়াল রাখতে হবে, যে শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশনগুলোতে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন এ পর্যায়ে সুযোগ পায়। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অনুশীলনীর সঠিক উত্তর নির্ধারণে সাহায্য করবেন।

সেশন: ৫

➤ **গল্প হতে সাধু ভাষার বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর, প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলনের জন্য বিষয় নির্ধারণ ও স্ক্রিপ্ট প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ২.৩.২ ও ২.৩.৩, জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবইয়ের 'সাধুরীতি' অনুচ্ছেদটি পড়ো। এরপর অনুশীলনী ২.৩.২-অনুযায়ী 'রেলের পথ' গল্প থেকে সাধুরীতির দশটি বাক্য ছকে লেখো এবং একইসঙ্গে বাক্যগুলোকে প্রমিত গদ্যরীতিতে রূপান্তর করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বিভক্ত করবেন এবং নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেক জোড়া অনুশীলনী ২.৩.৩ অনুযায়ী প্রমিত ভাষায় কথা বলতে হয় এমন যে কোনো একটি আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতি নির্ধারণ করো। তোমরা চাইলে বইয়ে দেওয়া পরিস্থিতির বাইরে ভিন্ন একটি আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে পারো।
- এরপর ঐ পরিস্থিতিতে প্রমিত ভাষায় কথা বলার জন্য ১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে একটি লেখা প্রস্তুত করো। প্রস্তুতকৃত লেখাটি পরবর্তী সেশনে জোড়ার দুজনে মিলে পাঠ করে শোনাবে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন।

সেশন: ৬, ৭

➢ **পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত লেখাটি দেখে প্রমিত উচ্চারণে পাঠ। (অনুশীলনী ২.৩.৩, জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পূর্বের সেশনে প্রত্যেক জোড়া যে বিষয়ের উপর লেখা প্রস্তুত করেছো তা দুজনে মিলে পাঠ করে শোনাবে। জোড়ার কে কতখানি অংশ পাঠ করবে তা নির্ধারণ করে নাও।
- বন্ধুদের পাঠ শেষে কোনো শব্দের উচ্চারণ নিয়ে জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে তা জানাবে।

এভাবে শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন সরবে নিজের জোড়ায় প্রস্তুত করা স্ক্রিপ্ট পাঠ করে এবং পাঠ নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীরা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: প্রায়োগিক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা প্রায়োগিক লেখার বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক লেখা শনাক্ত করতে পারে এবং প্রায়োগিক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

➢ প্রায়োগিক লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রায়োগিক লেখার ধরন নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৩.১.১ ও ৩.১.২, একক ও জোড়ায় কাজ)
➢ পাঠ্যবই হতে ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও ভাষণ পাঠ এবং প্রায়োগিক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। (অনুশীলনী ৩.১.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)
➢ ভাষণের ধারণা নিয়ে আলোচনা, ভাষণ প্রস্তুতি ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৩.১.৪, দলীয় কাজ)

সেশন: ১

➢ **প্রায়োগিক লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রায়োগিক লেখার ধরন নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৩.১.১ ও ৩.১.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে এককভাবে অনুশীলনী ৩.১.১ ও ৩.১.২-এর কাজ করবে। এককভাবে অনুশীলনী দুটো শেষ করার জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।

- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।
- কাজ করার সময়ে যে কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। তবে পুরোপুরি কাজটি করে দেবেন না বা সঠিক উত্তর বলে দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ **পাঠ্যবই হতে ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেক্ষাপট ও ভাষণ পাঠ এবং প্রায়োগিক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ। (অনুশীলনী ৩.১.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- '৭ই মার্চের ভাষণ' লেখাটির প্রেক্ষাপট ও লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ১০ মিনিট।
- নীরব পাঠ শেষে একটি একটি অনুচ্ছেদ করে কয়েকজন মিলে ক্রমান্বয়ে পুরো পাঠটি সরবে পড়া হবে। যাদের নাম বলব তারা যেন সরব পাঠ করে। এজন্য আগের বন্ধু কতটুকু পর্যন্ত পাঠ করেছে তা সবাই ভালো করে লক্ষ করবে। (এক্ষেত্রে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো পাঠ সরবে পাঠ করাবেন। পূর্বের সেশনগুলোতে যারা সরব পাঠে অংশ নেয়নি বা কম নিয়েছে তাদেরকে দিয়ে সরব পাঠ করানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবেন।)
- পাঠের সময়ে শব্দের সঠিক উচ্চারণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। এছাড়া কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- পাঠ শেষে অনুশীলনী ৩.১.৩-এর প্রশ্নগুলো প্রত্যেকে এককভাবে প্রস্তুত করবে। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন।

সেশন: ৩

➢ **ভাষণের ধারণা নিয়ে আলোচনা, ভাষণ প্রস্তুতি ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৩.১.৪, দলীয় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবইয়ের 'ভাষণ' শিরোনামে দেওয়া অনুচ্ছেদটি পড়ো। ভাষণ সম্পর্কে তোমার যে কোনো ধারণা, মতামত বা অভিজ্ঞতা থাকলে জানাও।
- এখন ছোটো দলে অনুশীলনী ৩.১.৪ অনুযায়ী যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে একটি ভাষণ লিখিতভাবে প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- ভাষণ প্রস্তুত শেষে প্রতি দল থেকে একজন নিজেদের ভাষণটি উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা নিয়ে যে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: বিবরণমূলক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি প্রায়োগিক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- প্রায়োগিক লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পাঠ্যবই হতে 'রবীন্দ্রনাথ' রচনাটি পাঠ। (অনুশীলনী ৩.২.১, একক ও জোড়ায় কাজ)
- 'রবীন্দ্রনাথ' রচনার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৩.২.২, একক ও জোড়ায় কাজ)
- 'রবীন্দ্রনাথ' রচনার বিষয়বস্তু নিয়ে মতামত প্রদান এবং বিবরণমূলক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৩.২.৩ ও ৩.২.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)

সেশন: ১

- **প্রায়োগিক লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পাঠ্যবই হতে 'রবীন্দ্রনাথ' রচনাটি পাঠ। (অনুশীলনী ৩.২.১, একক ও জোড়ায় কাজ)**

১ম ধাপ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে এককভাবে অনুশীলনী ৩.২.১-এর কাজ করবে। এককভাবে অনুশীলনী শেষ করার জন্য সময় ৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ

সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

- কাজ করার সময়ে যে কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের দেওয়া মতামত শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'রবীন্দ্রনাথ' রচনাটি প্রথমে প্রত্যেকে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ১০ মিনিট। পাঠের সময়ে কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও অন্য কোনো শব্দের অর্থ বা বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- নীরব পাঠ শেষে একটি একটি অনুচ্ছেদ করে কয়েকজন মিলে ক্রমান্বয়ে পুরো পাঠটি সরবে পড়া হবে। যাদের নাম বলব তারা যেন সরব পাঠ করে। এজন্য আগের বন্ধু কতটুকু পর্যন্ত পাঠ করেছে তা সবাই ভালো করে লক্ষ করবে। (এক্ষেত্রে শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে পুরো পাঠ সরবে পাঠ করাবেন। পূর্বের সেশনগুলোতে যারা সরব পাঠে অংশ নেয়নি বা কম নিয়েছে তাদেরকে দিয়ে সরব পাঠ করানোর ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবেন।)

- সরব পাঠের সময়ে সবাই শব্দের সঠিক উচ্চারণের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে পাঠ করার ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন এবং সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➢ **'রবীন্দ্রনাথ' রচনার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৩.২.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৩.১.৩-এর প্রশ্নগুলো ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে প্রত্যেকে এককভাবে প্রস্তুত করবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।

- একক কাজ শেষে পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো, একে অন্যের সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো ও মতামত দাও। মতামত শেষে নিজের কাজটি প্রয়োজন হলে পরিবর্তন করতে পারো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় পাবে ১০ মিনিট।

- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন।

সেশন: ৩

➢ **'রবীন্দ্রনাথ' রচনার বিষয়বস্তু নিয়ে মতামত প্রদান এবং বিবরণমূলক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৩.২.৩ ও ৩.২.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাশের একজন বন্ধুর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং দুজনে মিলে অনুশীলনী ৩.২.৩-এর জন্য নিজেদের যে কোনো মতামত ও জিজ্ঞাসা উল্লেখ করো। এক্ষেত্রে কারো মতামতই বাদ দেওয়া যাবে না। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।

- অনুশীলনী ৩.২.৩ নিয়ে কাজ শেষে এককভাবে অনুশীলনী ৩.২.৪-এর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ জন্য সময় ১০ মিনিট। এ কাজের জন্য 'বিবরণমূলক লেখা' অনুচ্ছেদের সহায়তা নিতে পারবে।

- একক কাজ শেষে পুনরায় জোড়ার বন্ধুর সাথে নিজের কাজটি শেয়ার করো এবং দুজন মিলে আলোচনা করে উত্তর চূড়ান্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।

- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে প্রয়োজনীয় মতামত ও নির্দেশনা দেবেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: তথ্যমূলক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমনকিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা তথ্যমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি তথ্যমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- তথ্যমূলক লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পাঠ্যবই হতে ‘ইবনে বতুতার ভ্রমণ’ রচনাটি পাঠ। (অনুশীলনী ৩.৩.১, একক ও জোড়ায় কাজ)
- ‘ইবনে বতুতার ভ্রমণ’ রচনার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৩.৩.২, একক ও জোড়ায় কাজ)
- ‘ইবনে বতুতার ভ্রমণ’ রচনার বিষয়বস্তু নিয়ে মতামত প্রদান এবং তথ্যমূলক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৩.৩.৩ ও ৩.৩.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)

(সেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য শিখন অভিজ্ঞতা ৪-এর সেশন পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: বিশ্লেষণমূলক লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বিশ্লেষণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- বিশ্লেষণমূলক লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পাঠ্যবই হতে 'শব্দ থেকে কবিতা' রচনাটি পাঠ। (অনুশীলনী ৩.৪.১, একক ও জোড়ায় কাজ)
- 'শব্দ থেকে কবিতা' রচনার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৩.৪.২, একক ও জোড়ায় কাজ)
- 'শব্দ থেকে কবিতা' রচনার বিষয়বস্তু নিয়ে মতামত প্রদান এবং বিশ্লেষণমূলক তথ্যমূলক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৩.৪.৩ ও ৩.৪.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)

(সেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য শিখন অভিজ্ঞতা ৪-এর সেশন পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: কল্পনানির্ভর লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা কল্পনানির্ভর লেখার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত এবং ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি কল্পনানির্ভর বিশ্লেষণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- কল্পনানির্ভর লেখার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পাঠ্যবই হতে ‘কোকিল’ রচনাটি পাঠ। (অনুশীলনী ৩.৫.১, একক ও জোড়ায় কাজ)
- ‘কোকিল’ রচনার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৩.৫.২, একক ও জোড়ায় কাজ)
- ‘কোকিল’ রচনার বিষয়বস্তু নিয়ে মতামত প্রদান এবং কল্পনানির্ভর তথ্যমূলক লেখা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৩.৫.৩ ও ৩.৫.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)

(সেশন পরিচালনার বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য শিখন অভিজ্ঞতা ৪ এর সেশন পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

চতুর্থ অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের ধারণা প্রয়োগ করে শব্দ গঠন করার দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

➢ 'ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ' গদ্যাংশ থেকে সমাস, উপসর্গ এবং প্রত্যয়যোগে শব্দের গঠন বিশ্লেষণ, সমাসের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন করা। (অনুশীলনী ৪.১.১ ও ৪.১.২, একক ও জোড়ায় কাজ)

➢ উপসর্গের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন করা। (অনুশীলনী ৪.১.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)

➢ প্রত্যয়ের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন করা। (অনুশীলনী ৪.১.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)

সেশন: ১

➢ **'ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ' গদ্যাংশ হতে সমাস, উপসর্গ এবং প্রত্যয়যোগে শব্দের গঠন বিশ্লেষণ, সমাসের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠন করা। (অনুশীলনী ৪.১.১ ও ৪.১.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে 'ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ' গদ্যাংশটি নীরবে পড়ো। এর জন্য সময় ৫ মিনিট। গদ্যাংশের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে পাঠ শেষে জানাবে।
- এবার গদ্যাংশ হতে সমাস, উপসর্গ এবং প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়েছে এমন তিনটি করে শব্দ নির্ধারণ করো এবং অনুশীলনী ৪.১.১-এর ছকে প্রদত্ত উপায়ে উল্লেখ করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট এবং পাশের

একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করে একসাথে আলোচনার মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করবে।

- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।
- এরপর পাঠ্যবইয়ের 'ক. সমাস' অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকে নীরবে পড়ো এবং এটি পড়ে সমাস-সাধিত শব্দ, সমস্তপদ এবং ব্যাসবাক্য—এই তিনটি বিষয় বোঝার চেষ্টা করো। একইসাথে বইয়ে প্রদত্ত সমাস-সাধিত শব্দের নমুনাগুলোও লক্ষ করবে। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লেখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)
- এবার প্রত্যেকে এককভাবে অনুশীলনী ৪.১.২-এ প্রদত্ত শব্দগুলোর আগে বা পরে অন্য শব্দ যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করবে। এককভাবে কাজের জন্য সময় ৭ মিনিট। একক কাজ শেষে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে পাশের বন্ধুর সাথে নিজের উত্তর মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজন হলে নিজের উত্তর পরিমার্জন করো।
- এরপর পূর্বের ন্যায় কয়েকজন সহপাঠী তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা নিয়ে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ **উপসর্গের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন করা। (অনুশীলনী ৪.১.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবইয়ের 'খ. উপসর্গ' অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকে নীরবে পড়ো এবং এটি পড়ে উপসর্গ-সাধিত শব্দ কীভাবে গঠিত হয় তা বোঝার চেষ্টা করো। একইসাথে বইয়ে প্রদত্ত 'দান' শব্দটি একাধিক উপসর্গের সাথে কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের শব্দ গঠন করছে তাও লক্ষ করো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লেখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)
- এবার প্রত্যেকে পাশের একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। এরপর একসাথে আলোচনার মাধ্যমে অনুশীলনী ৪.১.৩-এ প্রদত্ত উপসর্গগুলোর পরে শব্দ যোগ করে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করো। জোড়ায় এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

সেশন: ৩

➤ **প্রত্যয়ের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন করা। (অনুশীলনী ৪.১.৪, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবইয়ের 'গ. প্রত্যয়' অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকে নীরবে পড়ো এবং এটি পড়ে প্রত্যয়-সাধিত শব্দ কীভাবে গঠিত হয় তা বোঝার চেষ্টা করো। একইসাথে ক্রিয়ামূল এবং শব্দমূলের ধারণা বুঝে কীভাবে কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ তৈরি হয় তা বইয়ের উদাহরণ দেখে বোঝার চেষ্টা করো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)
- এবার প্রত্যেকে পাশের একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। এরপর একসাথে আলোচনার মাধ্যমে অনুশীলনী ৪.১.৪-এ প্রদত্ত প্রত্যয়গুলো ব্যবহার করে অর্থবোধক শব্দ তৈরি করো। জোড়ায় এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: শব্দদ্বিত্ব

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বাক্যে বিভিন্ন ধরনের শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার শনাক্ত করতে পারে এবং বাক্য তৈরির সময়ে শব্দদ্বিত্ব প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- ‘নদী’ কবিতা নীরবে পাঠ, আবৃত্তি, কবিতার শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং কবিতা হতে শব্দদ্বিত্ব শনাক্ত করা। (অনুশীলনী ৪.২.১, একক ও জোড়ায় কাজ)
- শব্দদ্বিত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং বাক্যে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করা। (অনুশীলনী ৪.২.২, একক ও জোড়ায় কাজ)
- শব্দদ্বিত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা পুনরালোচনা এবং বাক্যে শব্দদ্বিত্ব প্রয়োগ করা। (অনুশীলনী ৪.২.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)

সেশন: ১

- **‘নদী’ কবিতা নীরবে পাঠ, আবৃত্তি, কবিতার শব্দার্থ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা এবং কবিতা হতে শব্দদ্বিত্ব শনাক্ত করা। (অনুশীলনী ৪.২.১, একক ও জোড়ায় কাজ)**

১ম ধাপ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘নদী’ কবিতাটি প্রত্যেকে প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ৩ মিনিট। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- কবিতা পাঠের সময়ে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করো। এতে কী ধরনের প্রেক্ষাপট, বক্তব্য এবং অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে যে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে তা জানাও।

নীরব পাঠ ও শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে

আলোচনা করবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচে কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- এই কবিতাটিতে কোন বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে?
- কবিতায় নদীর সাথে কত ধরনের পশু-পাখির জীবনের সম্পর্ক পেয়েছ?
- কবিতা পড়ে নদীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো?
- কবিতায় নদীর প্রতি কবির কী ধরনের চিন্তা ও আবেগ প্রকাশ পেয়েছে?

কবিতার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা শেষে শিক্ষক কয়েকজনকে শিক্ষার্থীকে পুরো কবিতা বা কবিতা থেকে কিছু লাইন আবৃত্তি করে শোনাতে বলব এবং তারা আবৃত্তি করবে। আবৃত্তির সময়ে সকলকে শব্দের উচ্চারণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে বলবেন এবং কোনো শব্দের উচ্চারণ যদি ভিন্নভাবে করতে হয় বলে তারা মনে করে সে ব্যাপারে মতামত জানাতে উৎসাহ দেবেন।

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৪.২.১ অনুযায়ী প্রত্যেকে ‘নদী’ কবিতা থেকে একই রকমের দুটি শব্দ দিয়ে তৈরি এমন ১৫টি শব্দজোড় চিহ্নিত করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে এবার প্রত্যেকে পাশের একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। একে অন্যের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করো ও নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নাও। জোড়ায় এ কাজের জন্য সময় ৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

সেশন: ২

➢ **শব্দদ্বিত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা এবং বাক্যে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করা। (অনুশীলনী ৪.২.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এরপর পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দদ্বিত্ব’ অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকে নীরবে পড়ো। অনুচ্ছেদ হতে তিন ধরনের শব্দদ্বিত্বের বৈশিষ্ট্য বোঝার চেষ্টা করো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে জানাবে।
- তোমাদের মধ্য থেকে যে কোনো তিনজন তিন ধরনের শব্দদ্বিত্বের বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করবে। যারা যার এ কাজ করতে চাও নিজে থেকে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার পাশাপাশি শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)
- এরপর অনুশীলনী ৪.২.২ অনুযায়ী বাক্যগুলোতে কোন ধরনের শব্দদ্বিত্ব ব্যবহার হয়েছে তা ব্যাখ্যাসহ

নির্ধারণ করো। এ কাজটি একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করে করো। জোড়ায় কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।

- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৩

➢ **শব্দদ্বিত্বের ধারণা নিয়ে আলোচনা-পুনরালোচনা এবং বাক্যে শব্দদ্বিত্ব প্রয়োগ করা। (অনুশীলনী ৪.২.৩, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের শুরুতে পূর্ববর্তী শ্রেণির আলোচনার ভিত্তিতে শব্দদ্বিত্বের ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পুনরালোচনা করবেন। কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো:

- অনুকার দ্বিত্ব ও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কী?
- পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব হতে হলে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়?
- চোখে চোখে, ধুপ ধাপ, কাড়াকাড়ি—এ তিনটির প্রতিটি কী ধরনের শব্দদ্বিত্ব?

এরপর শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৪.২.৩ অনুযায়ী প্রত্যেকে শব্দদ্বিত্বগুলো ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে এবার প্রত্যেকে পাশের একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। একে অন্যের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করো, নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজের উত্তর পরিমার্জন করো। জোড়ায় এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: বাক্য

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় শনাক্ত করতে পারে এবং উভয়ের সাথে প্রসারক যুক্ত করতে পারে।

কৌশল : এককাজ, দলীয়কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ১

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

➢ **নমুনা বাক্য হতে উদ্দেশ্য এবং বিধেয় শনাক্ত করা এবং উভয়ের সাথে প্রসারক যুক্ত করা। (অনুশীলনী ৪.৩.১ ও ৪.৩.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

সেশন: ১

১ম ধাপ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৪.৩.১ অনুযায়ী প্রত্যেকে নমুনা বাক্যগুলো হতে কাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে এবং কী বলা হচ্ছে শনাক্ত করো। একক কাজের জন্য সময় ৫ মিনিট। একক কাজ শেষে এবার প্রত্যেকে পাশের একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। একে অন্যের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করো, নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজন মনে করেলে নিজের উত্তর পরিমার্জন করো। জোড়ায় এ কাজের জন্য সময় ৫ মিনিট।

- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

২য় ধাপ

- পাঠ্যবইয়ের ‘উদ্দেশ্য ও বিধেয়’ শিরোনামে অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকে নীরবে পড়ো। অনুচ্ছেদ হতে উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং প্রসারকের ধারণা বোঝার চেষ্টা করো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে

জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার পাশাপাশি শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

- এরপর পাশের একজন বন্ধুর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৪.৩.২ অনুযায়ী নমুনা বাক্যগুলোতে নির্দেশনা অনুযায়ী প্রসারক যুক্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিভিন্ন ধরনের সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দের সাথে পরিচিত হয়ে বাক্যে এর প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ১

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

➢ **নমুনা বাক্য হতে সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ শনাক্ত করা এবং বাক্যে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা। (অনুশীলনী ৪.৪.১ ও ৪.৪.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

সেশন: ১

১ম ধাপ

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৪.৪.১ অনুযায়ী প্রত্যেকে নমুনা বাক্যগুলো থেকে দাগ দেওয়া শব্দগুলোর মধ্যে মিল-অমিল নির্ধারণ করো। একক কাজের জন্য সময় ৫ মিনিট। একক কাজ শেষে এবার প্রত্যেকে পাশের একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। একে অন্যের সাথে নিজেদের কাজ ভাগাভাগি করো, নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নাও এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজের উত্তর পরিমার্জন করো। জোড়ায় এ কাজের জন্য সময় ৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

২য় ধাপ

- পাঠ্যবইয়ের 'সমোচ্চারিত ভিন্ন শব্দ' শিরোনামে অনুচ্ছেদটি প্রত্যেকে নীরবে পড়ো। অনুচ্ছেদ হতে সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দজোড়গুলোও পড়ো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে জানাবে।

(এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনার পাশাপাশি শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

- এরপর পাশের একজন বন্ধুর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৪.৪.২ অনুযায়ী প্রদত্ত শব্দজোড়গুলো ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: বানান ও অভিধান

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা অভিধানের ধারণা অনুযায়ী বর্ণানুক্রম ও শব্দের সঠিক বানান নির্ধারণ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ২

উপকরণ : বাংলা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, অভিধান, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

➢ অভিধান অনুযায়ী শব্দের বর্ণানুক্রম নির্ধারণ করা ও পরবর্তী কাজের পূর্বপ্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৪.৫.১, জোড়ায় কাজ)

➢ অনুচ্ছেদ হতে সঠিক বানান নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৪.৫.২, একক ও জোড়ায় কাজ)

সেশন: ১

➢ **অভিধান অনুযায়ী শব্দের বর্ণানুক্রম নির্ধারণ করা ও পরবর্তী কাজের পূর্বপ্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৪.৫.১ ও ৪.৫.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাশের একজন বন্ধুর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৪.৫.১ অনুযায়ী ছকের এলোমেলো শব্দগুলো অভিধানের বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজাও। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে তোমাদের কয়েকজন কাজটি উপস্থাপন করবে ও বাকিরা নিজেদের কাজের সাথে মিলিয়ে নেবে। যে বন্ধুরা উপস্থাপন করবে তাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে। (শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি জোড়াকে ছকের ছয়টি শব্দগুচ্ছ কী বর্ণানুক্রমে তারা সাজিয়েছে উপস্থাপন করতে বলবেন। একইসাথে বাকি শিক্ষার্থীরা যেন উপস্থাপনের সময়ে নিজেদের সাথে মিলিয়ে নেয় সে নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও মতামত প্রদান শেষে শিক্ষক নিজের মতামত দেবেন যেন তারা সঠিক উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।)
- পরবর্তী সেশনের আগে প্রত্যেকে ‘শিক্ষা-প্রসঙ্গো’ গদ্যাংশটি পড়ে আসবে। এতে লাল রঙে চিহ্নিত শব্দগুলোর

সঠিক বানান কী হতে পারে তা অনুসন্ধান করে নিয়ে আসবে। এ কাজের জন্য বাংলা অভিধানের সহায়তা নেবে। কারো বাড়িতে অভিধান না থাকলে অনলাইন থেকে বাংলা অভিধানের পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে পারো। এছাড়া অ্যাপের মাধ্যমে স্মার্টফোনেও বাংলা অভিধান ডাউনলোড করতে পারো।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। খেয়াল রাখতে হবে, যেসব শিক্ষার্থী পূর্বের ক্লাসে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়নি, তারা যেন সুযোগ পায়।

সেশন: ২

➢ **অনুচ্ছেদ হতে সঠিক বানান নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৪.৫.২, একক ও জোড়ায় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'শিক্ষা-প্রসঙ্গে' গদ্যাংশ থেকে লাল রঙে চিহ্নিত শব্দগুলোর সঠিক বানান হিসেবে প্রত্যেকে যে কাজ করে এনেছ তা দলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে চূড়ান্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- দলে আলোচনা শেষে যে কোনো একটি দল নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলের সদস্যরা নিজেদের কাজের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো শব্দের বানান নিয়ে ভিন্নমত বা জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। একইসাথে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা ও মতামত প্রদান শেষে আলোচনার মাধ্যমে শব্দগুলোর সঠিক বানান শনাক্ত করতে তাদের সাহায্য করবেন। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে একটি বাংলা অভিধান বই এনে কোনো শব্দের সঠিক বানান সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য কীভাবে অভিধান ব্যবহার করতে হয় তা শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে দেখানোর চেষ্টা করবেন ।

পঞ্চম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: বিবরণ লেখা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা বিষয়বস্তু অনুযায়ী বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৪

উপকরণ : বাংলা বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- ছবির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা এবং প্রদত্ত ছবির বিবরণ প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৫.১.১, একক কাজ)
- প্রস্তুতকৃত বিবরণ নিয়ে দলে পর্যালোচনা, পরিমার্জন এবং উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৫.১.১, দলীয় কাজ)
- বিবরণমূলক লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দীর্ঘ বিবরণ প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৫.১.২, একক কাজ)
- প্রস্তুতকৃত দীর্ঘ বিবরণ নিয়ে দলে পর্যালোচনা, পরিমার্জন এবং উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৫.১.২, দলীয় কাজ)

সেশন: ১

- **ছবির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা এবং প্রদত্ত ছবির বিবরণ প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৫.১.১, একক কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘ছবি দেখে বিবরণ লিখি’ অনুচ্ছেদে চিত্রশিল্পী ও চিত্রগ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দর্শকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিজেরা পড়ে বোঝার চেষ্টা করো। এ বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে পড়া শেষে জানাবে।

- এরপর অনুশীলনী ৫.১.১ অনুযায়ী প্রদত্ত চারটি ছবির উপর প্রত্যেকে নিজে নিজে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে বিবরণ প্রস্তুত করো।

- কেউ যদি আজকের সেশনের সময়ের মধ্যে শিরোনামসহ চারটি ছবির বিবরণ শেষ করতে না পারো তবে বাড়িতে বসে শেষ করতে পারবে। তবে পরবর্তী সেশনের আগে অবশ্যই নিজের লেখা শেষ

করে আনবে। এ কাজটি অন্য ব্যক্তি বা বইয়ের সাহায্য ছাড়া একেবারেই নিজের ধারণা থেকে তা নিজের ভাষায় করবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন।

সেশন: ২

➢ **প্রস্তুতকৃত বিবরণ নিয়ে দলে পর্যালোচনা, পরিমার্জন এবং উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৫.১.১, দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার ছোটো দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- গত সেশনে ছবির বিবরণ নিয়ে প্রত্যেকে যে কাজ করে এনেছ তা দলের বন্ধুদের পড়তে দাও। এরপর একে অপরের লেখা নিয়ে কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজের লেখা পরিমার্জন করবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে যে কোনো একটি ছবির বিবরণ সরবে পাঠ করে শোনাবে। কোন ছবির বিবরণ পাঠ করবে তা দলের সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে এবং আগে থেকেই জানিয়ে রাখবে। ছবির বিবরণ নিয়ে অন্য দলের সদস্যদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে সরব পাঠ শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৩

➢ **বিবরণমূলক লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর দীর্ঘ বিবরণ প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৫.১.২, একক কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৫.১.২ অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে প্রদত্ত তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে কোনো একটি ঘটনার উপর অন্তত ৩০০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণমূলক রচনা প্রস্তুত করো। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখবে যেন পাশাপাশি তিনজন যেন একই ঘটনার উপর না লেখো। লেখাটি একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে প্রস্তুত করবে ও চূড়ান্ত করে জমা দেবে।
- কেউ যদি আজকের সেশনের সময়ের লেখা শেষ করতে না পারো তবে বাড়িতে বসে শেষ করতে

পারবে। তবে পরবর্তী সেশনের আগে অবশ্যই নিজের লেখা শেষ করে আনবে। এ কাজটি অন্য ব্যক্তি বা বইয়ের সাহায্য ছাড়া একেবারেই নিজের ধারণা থেকে ও ভাষায় করবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং নির্দেশনা দেবেন।

সেশন: ৪

➢ **প্রস্তুতকৃত দীর্ঘ বিবরণ নিয়ে দলে পর্যালোচনা, পরিমার্জন এবং উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৫.১.২, দলীয় কাজ)**

শিক্ষক এই কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- গত সেশনে বিষয় অনুযায়ী প্রত্যেকে যে বিবরণ প্রস্তুত করে এনেছ তা দলের বন্ধুদের পড়তে দাও। এরপর একে অপরের লেখা নিয়ে কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজের লেখা পরিমার্জন করবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে যে কোনো একটি বিবরণ সরবে পাঠ করে শোনাবে। কার লেখা বিবরণ পাঠ করবে তা দলের সবাই মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে এবং আগে থেকেই জানিয়ে রাখবে। ছবির বিবরণ নিয়ে অন্য দলের সদস্যদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে সরব পাঠ শেষে জানাবে। লেখায় কোনো পরিমার্জন করতে হলে তা চূড়ান্ত করে লেখাটি জমা দেবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: বিশ্লেষণ করা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা সংখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক তথ্য থেকে বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- ➢ সারণির উপাত্ত থেকে বিশ্লেষণমূলক বাক্য তৈরি করা। (অনুশীলনী ৫.২.১, একক কাজ ও দলীয় কাজ)
- ➢ বিশ্লেষণ করার কৌশল নিয়ে আলোচনা ও সংখ্যাবাচক তথ্য বিশ্লেষণ করা। (অনুশীলনী ৫.২.২, একক কাজ ও দলীয় কাজ)
- ➢ বর্ণনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ করা। (অনুশীলনী ৫.২.৩, একক কাজ ও দলীয় কাজ)

সেশন: ১

➢ **সারণির উপাত্ত থেকে বিশ্লেষণমূলক বাক্য তৈরি করা। (অনুশীলনী ৫.২.১, একক কাজ ও দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার ছোটো দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৫.২.১ অনুযায়ী প্রত্যেকে সারণির উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো। এ কাজের আগে নমুনা উত্তর ও ব্যাখ্যা ভালো করে পড়ে নেবে। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে নিজের কাজ দলের বন্ধুদের পড়তে দাও। এরপর একে অপরের লেখা নিয়ে কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজের লেখা পরিমার্জন করবে। একইসাথে প্রতি দল থেকে সারণির উপাত্তের উপর সর্বমোট ১০টি বিশ্লেষণমূলক বাক্য চূড়ান্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল যে দশটি বাক্য চূড়ান্ত করেছ সেগুলো সরবে পাঠ করে শোনাবে। প্রতি দলের কাজ নিয়ে অন্য দলের সদস্যদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে সরব পাঠ শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ **বিশ্লেষণ করার কৌশল নিয়ে আলোচনা ও সংখ্যাবাচক তথ্য বিশ্লেষণ করা। (অনুশীলনী ৫.২.২, জোড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার ছোটো দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে পাঠ্যবইয়ের ‘বিশ্লেষণ করার কৌশল’ অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। সংখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো এতে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে জানাবে।

- এরপর অনুশীলনী ৫.২.২ অনুযায়ী সারণির **উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা তৈরি করো। পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করে আলোচনা করে কাজটি করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।**

- জোড়ায় কাজ শেষে নিজেদের কাজটি দলের বাকি বন্ধুদের পড়তে দাও। এরপর দলের সব জোড়ার লেখা নিয়ে কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজেদের লেখা পরিমার্জন করবে। একইসাথে প্রতি দল থেকে একটি বিশ্লেষণমূলক লেখা চূড়ান্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল যে বিশ্লেষণমূলক লেখা চূড়ান্ত করেছ সেটি সরবে পাঠ করে শোনাবে। প্রতি দলের কাজ নিয়ে অন্য দলের সদস্যদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে সরব পাঠ শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৩

➢ **বর্ণনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ করা। (অনুশীলনী ৫.২.৩, একক কাজ ও দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার ছোটো দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৫.২.৩ অনুযায়ী প্রত্যেকে ২য় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে শওকত আলীর 'যাত্রা' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কিছু নদী পার হবার চেষ্টা করছে এমন মানুষগুলো কী ধরনের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে, তা নিয়ে ১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে একটি বিশ্লেষণমূলক রচনা তৈরি করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে নিজের কাজ দলের বন্ধুদের পড়তে দাও। এরপর একে অপরের লেখা নিয়ে কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে এবং প্রয়োজন মনে করলে নিজের লেখা পরিমার্জন করবে। একইসাথে প্রতি দল বিষয়টির উপর একটি অনুচ্ছেদ চূড়ান্ত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল যে অনুচ্ছেদ চূড়ান্ত করেছ সেটি সরবে পাঠ করে শোনাবে। প্রতি দলের কাজ নিয়ে অন্য দলের সদস্যদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে সরব পাঠ শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: কবিতা

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের নমুনা হিসেবে কবিতার বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, নমুনা কবিতার সাথে জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক করতে পারে এবং নিজের ভাষায় কবিতা তৈরি করে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারে।

****বিশেষ নির্দেশনা:** এ পরিচ্ছেদে মোট ৬টি কবিতা নিয়ে শিক্ষার্থীরা কাজ করবে। কাজগুলো একই ধরনের হবার কারণে একটানা কবিতা নিয়ে কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি তৈরি হতে পারে। এ কারণে এই পরিচ্ছেদের কাজের মাঝে অন্য পরিচ্ছেদের কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ১৬

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম: কবিতা

➢ নিজের ভাষায় কবিতা লেখা, কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং কবিতার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.১.১, একক কাজ)
➢ স্বরচিত কবিতা সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া এবং কবিতাটি আবৃত্তি।

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ১

➢ 'পণ্ডশ্রম' কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.২, জোড়ায় কাজ)
➢ 'পণ্ডশ্রম' কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৩, দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ২

➢ 'সাম্যবাদী' কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী

বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.৪, জোড়ায় কাজ)

- ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৫, দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৩

- ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.৬, জোড়ায় কাজ)
- ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৭, দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৪

- ‘তোমরা যেখানে সাধ’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.৮, জোড়ায় কাজ)
- ‘তোমরা যেখানে সাধ’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৯, দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৫

- ‘আশা’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.১০, জোড়ায় কাজ)
- ‘আশা’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.১১, দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: কবিতা পড়ি ৬

- ‘ছাড়পত্র’কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.১২, জোড়ায় কাজ)
- ‘ছাড়পত্র’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.১৩, দলীয় কাজ)
- ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের প্রদত্ত সকল কবিতার বৈশিষ্ট্য যাচাই এবং নিজের ভাষায় কবিতা লেখার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.১.১৪, একক কাজ ও দলীয় কাজ)
- নিজের ভাষায় লেখা কবিতা চূড়ান্তকরণ, কবিতা সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং কবিতাটি আবৃত্তি। (অনুশীলনী ৬.১.১৫, একক কাজ)

সেশন: ১

➢ **নিজের ভাষায় কবিতা লেখা, কবিতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং কবিতার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.১.১, একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ৮-১৬ লাইনের একটি কবিতা লেখার চেষ্টা করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট। কবিতার একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ২৫ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)
- যারা যারা এ সময়ের মধ্যে কবিতা লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ তা যে কোনো ধরনের পরিমার্জন করে পরবর্তী সেশনের আগে চূড়ান্ত করবে ও পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে। একইসাথে ৬.১.২-এ প্রদত্ত প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা কবিতার মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে বলে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।
- এরপর প্রত্যেকে ‘কবিতা কী’ শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। স্তবক, লয়, উপমা ও ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে কবিতা লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ব্যক্তি/বস্তু/বিষয় নিয়ে নিজের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করার মতো এক ধরনের সৃষ্টিশীল অনুশীলন করানো। তারা যেন নিজে থেকে কবিতা লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের কবিতা লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কারো লেখা কবিতা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবেন। যদি একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কবিতার ভাষায় কিছু লিখতে নাও পারে, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ ব্যাহত না করে শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➢ **স্বরচিত কবিতা সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া এবং কবিতাটি আবৃত্তি।**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে কবিতা তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা কবিতা সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা কবিতায় যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।

- এরপর প্রতি দল থেকে ২-৩ জন নিজেদের লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবে। সহপাঠীর আবৃত্তি করা কবিতা সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে আবৃত্তি শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন। শিক্ষার্থীরা যে যেমন কবিতাই লিখুক না কেন প্রত্যেকে যেন কবিতা লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পায় এজন্য প্রত্যেককেই নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ দেবেন।)

সেশন: ৩

➢ **'পণ্ডশ্রম' কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.২, জোড়ায় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- পাঠ্যবই থেকে 'পণ্ডশ্রম' কবিতাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়া কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- নীরবে পড়া হয়ে গেলে কয়েকজন কবিতাটি আবৃত্তি করবে। আবৃত্তির সময়ে শব্দের সঠিক উচ্চারণের ব্যাপারে লক্ষ রাখবে। যারা আবৃত্তি করবে তাদের শব্দের উচ্চারণ বা অন্য যে কোনো ব্যাপারে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে আবৃত্তি শেষে জানাবে।

(এক্ষেত্রে শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন এই পরিচ্ছেদের অন্তত একটি কবিতা সরবে আবৃত্তি করার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের আবৃত্তি শেষে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। (এছাড়া ইউটিউব বা অন্য যে কোনো অনলাইন মাধ্যম থেকে কবিতাটির উপযুক্ত আবৃত্তি পেলে তাও শিক্ষার্থীদের শোনাতে পারেন):

- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.১.২ অনুযায়ী কবিতার অন্ত্যমিল, তাল, লয়, স্তবক এবং উপমার ব্যবহার সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।

- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ **‘পড্ডশ্রম’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৩, দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.১.৩ এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।
- এরপর প্রত্যেকে পাঠ্যবই হতে ‘পড্ডশ্রম’ কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো নীরবে পড়ো। ৬.১.২ অনুশীলনীর জন্য যে উত্তর প্রস্তুত করেছিলে তার সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলো মিলিয়ে নাও। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৫, ৬

➢ ‘সাম্যবাদী’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.৪, জোড়ায় কাজ)

➢ ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৫, দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৭, ৮

➢ ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.৬, জোড়ায় কাজ)

➢ ‘জাগো তবে অরণ্য কন্যারা’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৭, দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৯, ১০

- ‘তোমরা যেখানে সাধ’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.৮, জোড়ায় কাজ)
- ‘তোমরা যেখানে সাধ’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.৯, দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪ এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১১, ১২

- ‘আশা’ কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.১০, জোড়ায় কাজ)
- ‘আশা’ কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা ও কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.১১, দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১৩, ১৪

- ‘ছাড়পত্র’কবিতা আবৃত্তি, এর শব্দার্থ ও মূলভাব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং কবিতার গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.১.১২, জোড়ায় কাজ)
- ‘ছাড়পত্র’কবিতার সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং কবিতাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা। (অনুশীলনী ৬.১.১৩, দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১৫

- **ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের প্রদত্ত সকল কবিতার বৈশিষ্ট্য যাচাই এবং নিজের ভাষায় কবিতা লেখার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.১.১৪, একক কাজ ও দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৬.১.১৪ অনুযায়ী প্রত্যেকে এই পরিচ্ছেদের সবগুলো কবিতার নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করো। এ কাজের জন্য প্রতিটি কবিতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাঠ্যবইয়ে যে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদগুলো রয়েছে সেগুলো ভালো করে পড়ে নাও। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- নিজের কাজ শেষে কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলিয়ে নাও। আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন হলে নিজেদের কাজে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করো।

- এরপর যে কোনো একজন কাজটি উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময়ে বাকি সবাই নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামত উল্লেখ করবেন। একইসাথে প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনার মাধ্যমে সঠিক উত্তরগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরবেন।

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ৮-১৬ লাইনের একটি কবিতা লেখার চেষ্টা করো। কবিতা লেখার ক্ষেত্রে চরণের শেষে মিল, পরিবর্তিত শব্দরূপ এবং উপমা ব্যবহার করার চেষ্টা করো। নতুন করে কবিতা না লিখে এই পরিচ্ছেদের শুরুতে অনুশীলনী ৬.১.১-এর জন্য প্রত্যেকে যে কবিতাটি লিখেছিলে এখন সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।
- সবাই পরবর্তী সেশনের আগে কবিতাটি চূড়ান্ত করে আনবে কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে।

সেশন: ১৬

➢ **নিজের ভাষায় লেখা কবিতা চূড়ান্তকরণ, কবিতা সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং কবিতাটি আবৃত্তি। (অনুশীলনী ৬.১.১৫, একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে কবিতা তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা কবিতা সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা কবিতায় যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে ২-৩ জন নিজেদের লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবে। সহপাঠীর আবৃত্তি করা কবিতা সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে আবৃত্তি শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন। শিক্ষার্থীরা যে যেমন কবিতাই লিখুক না কেন প্রত্যেকে যেন কবিতা লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পায় এ জন্য প্রত্যেককেই নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ দেবেন।)

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৬: গল্প

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপ হিসেবে গল্পের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, নমুনা গল্পের সাথে জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক করতে পারে এবং নিজের ভাষায় গল্প তৈরি করে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারে।

**বিশেষ নির্দেশনা: এ পরিচ্ছেদে মোট ৪টি গল্প নিয়ে শিক্ষার্থীরা কাজ করবে। কাজগুলো একই ধরনের হবার কারণে একটানা কবিতা নিয়ে কাজ করতে করতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেয়েমি তৈরি হতে পারে। এ কারণে এই পরিচ্ছেদের কাজের মাঝে অন্য পরিচ্ছেদের কার্যক্রম পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

কৌশল	: একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।
সেশনসংখ্যা	: ১১
উপকরণ	: বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম: গল্প

➢ নিজের ভাষায় গল্প লেখা, গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং গল্পের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.২.১, একক কাজ)
➢ স্বরচিত গল্পের বিষয়বস্তু ও কাহিনি উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া।

কার্যক্রম: গল্প পড়ি ১

➢ 'জোঁক' গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.২, জোড়ায় কাজ)
➢ 'জোঁক' গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৬.২.৩, দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: গল্প পড়ি ২

➢ 'একদিন ভোরবেলা' গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.৪, জোড়ায় কাজ)
➢ 'একদিন ভোরবেলা' গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৬.২.৫, দলীয় কাজ)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

কার্যক্রম: গল্প পড়ি ৩

- ‘পাখি’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.৬, জোড়ায় কাজ)
- ‘পাখি’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৬.২.৭, দলীয় কাজ)

কার্যক্রম: গল্প পড়ি ৪

- ‘সময়ের প্রয়োজনে’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.৮, জোড়ায় কাজ)
- ‘সময়ের প্রয়োজনে’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং নিজের ভাষায় গল্প লেখার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.২.৯, দলীয় কাজ)
- নিজের ভাষায় লেখা গল্প চূড়ান্তকরণ, গল্প সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং গল্পটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৬.২.১০, একক কাজ)

সেশন: ১

- **নিজের ভাষায় গল্প লেখা, গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং গল্পের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.২.১, একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি গল্প লেখার চেষ্টা করো। এ কাজের জন্য সময় ৩০ মিনিট। গল্পের একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)

- যারা যারা এ সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ তা যে কোনো ধরনের পরিমার্জন করে পরবর্তী সেশনের আগে চূড়ান্ত করবে ও পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে। একইসাথে ৬.২.১-এর প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা গল্পের মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।

- এরপর প্রত্যেকে ‘গল্প কী’ শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। গল্পের বিষয়বস্তু, কাহিনি, আয়তন, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে গল্প লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ব্যক্তি/বস্তু/বিষয়নিয়ে নিজের আবেগ-অনুভূতিগল্পের ভাষায় প্রকাশ করার মতো এক ধরনের সৃষ্টিশীল অনুশীলন করানো।

তারা যেন নিজে থেকে গল্প লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের গল্প লিখুক না কেন,শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কারো লেখা গল্প নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবেন। যদি একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও গল্পের ভাষায় উল্লেখযোগ্য কিছু লিখতে নাও পারে, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ ব্যাহত না করে শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➢ **স্বরচিত গল্পের বিষয়বস্তু ও কাহিনি উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া।**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে গল্প তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা গল্প সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা গল্পে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা গল্পের কাহিনি ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা গল্পের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা গল্পের অংশবিশেষ, এর কাহিনি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা গল্প সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন। শিক্ষার্থীরা যে যেমন গল্পই লিখুক না কেন প্রত্যেকে যেন গল্প লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পায় এ জন্য প্রত্যেককেই নিজের লেখা গল্প সম্পর্কে উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন।)

সেশন: ৩

➢ **‘জোঁক’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.২, জোড়ায় কাজ)**

১ম ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘জোঁক’গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ১০ মিনিট। পুরো গল্প এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।

- এরপর আমি গল্প থেকে কিছু অংশ কয়েকজনকে নির্ধারণ করে দেবো এবং তারা ঐ অংশগুলো সরবে পাঠ করবে। যাদেরকে সরব পাঠ করতে বলা হবে তারা জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই ভালোভাবে শুনতে পায়। (এক্ষেত্রে শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যেন ক্লাসের প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন এই পরিচ্ছেদের গল্পগুলোর অংশবিশেষ অন্তত একবার করে সরবে পাঠ করার সুযোগ পায়।)

- সরব পাঠের সময়ে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কিনা, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।

২য় ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদেরনিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.২.২ অনুযায়ী ‘জোঁক’ গল্পের কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।

- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ **‘জোঁক’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৬.২.৩, দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.২.৩ এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।

- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৫, ৬

- ‘একদিন ভোরবেলা’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.৪, জোড়ায় কাজ)
- ‘একদিন ভোরবেলা’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৬.২.৫, দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৭, ৮

- ‘পাখি’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.৬, জোড়ায় কাজ)
- ‘পাখি’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা। (অনুশীলনী ৬.২.৭, দলীয় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ৯

- ‘সময়ের প্রয়োজনে’ গল্প নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং গল্পের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.২.৮, জোড়ায় কাজ)

(বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য এ শিখন অভিজ্ঞতার সেশন ৩ এর পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।)

সেশন: ১০

- **‘সময়ের প্রয়োজনে’ গল্পের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং নিজের ভাষায় গল্প লেখার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.২.৯, দলীয় কাজ)**

১ম ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন এবং নিচের নির্দেশনাগুলো

উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.২.৯-এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের একটি গল্প লিখবে। গল্পের বিষয়বস্তু, কাহিনি, আয়তন, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় নিয়ে এটি লিখবে। নতুন করে গল্প না লিখে এই পরিচ্ছেদের শুরুতে অনুশীলনী ৬.২.১-এর জন্য প্রত্যেকে যে গল্পটি লিখেছিলে এখন সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।
- সবাই পরবর্তী সেশনের আগে গল্পটি চূড়ান্ত করে আনবে, গল্পের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পরবর্তী সেশনে এটি উপস্থাপন করবে।

সেশন: ১১

➢ **নিজের ভাষায় লেখা গল্প চূড়ান্তকরণ, গল্প সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং গল্পটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৬.২.১০, একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে গল্পটি তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা গল্পটি সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা গল্পে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা গল্পের কাহিনি ও বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা গল্পের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা গল্পের অংশবিশেষ, এর কাহিনি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে

শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা গল্প সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন।)

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৭: প্রবন্ধ

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের বিশেষ শাখা হিসেবে প্রবন্ধের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, নমুনা প্রবন্ধের সাথে জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক করতে পারে এবং নিজের ভাষায় প্রবন্ধ তৈরি করে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৫

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখা, প্রবন্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং প্রবন্ধের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.৩.১, একক কাজ)
- স্বরচিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া।
- 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং প্রবন্ধের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.৩.২, জোড়ায় কাজ)
- 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করাও নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.৩.৩, দলীয় কাজ)
- নিজের ভাষায় লেখা প্রবন্ধ চূড়ান্তকরণ, প্রবন্ধ সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং প্রবন্ধটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৬.৩.৪, একক কাজ)

সেশন: ১

- **নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখা, প্রবন্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং প্রবন্ধের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.৩.১, একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করো। এ কাজের জন্য সময় ৩০ মিনিট। প্রবন্ধের একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)
- যারা যারা এ সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ তা যে কোনো ধরনের পরিমার্জন করে পরবর্তী সেশনের আগে চূড়ান্ত করবে ও পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন

করবে। একইসাথে ৬.৩.১-এর প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা প্রবন্ধের মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।

- এরপর প্রত্যেকে 'প্রবন্ধ কী' শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ব্যক্তি/বস্তু/বিষয়নিয়ে নিজের চিন্তা ও মতামত প্রবন্ধের ভাষায় প্রকাশ করার মতো এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন করানো। তারা যেন নিজে থেকে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের প্রবন্ধ লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কারো লেখা প্রবন্ধ নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবেন। যদি একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও প্রবন্ধের ভাষায় উল্লেখযোগ্য কিছু লিখতে নাও পারে, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ ব্যাহত না করে শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন।

সেশন: ২

➤ **স্বরচিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন এবং সহপাঠীদের মতামত নেওয়া।**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে প্রবন্ধ তৈরি করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা প্রবন্ধ সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা প্রবন্ধে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।

- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা গল্পের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা প্রবন্ধের অংশবিশেষও এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা প্রবন্ধ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন। শিক্ষার্থীরা যে যেমন প্রবন্ধই লিখুক না কেন প্রত্যেকে যেন প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারে উৎসাহ পায় এ জন্য প্রত্যেককেই নিজের লেখা প্রবন্ধ সম্পর্কে উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন।)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সেশন: ৩

➢ **‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধ নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং প্রবন্ধের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.৩.২, জোড়ায় কাজ)**

১ম ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ১০ মিনিট। পুরো লেখা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে ‘শব্দের অর্থ’ অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- এরপর আমি প্রবন্ধের কিছু অংশ কয়েকজনকে নির্ধারণ করে দেবো এবং তারা ঐ অংশগুলো সরবে পাঠ করবে। যাদেরকে সরব পাঠ করতে বলা হবে তারা জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই ভালোভাবে শুনতে পায়।
- সরব পাঠের সময়ে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কিনা, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।

২য় ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.৩.২ অনুযায়ী ‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, তথ্য-উপাত্ত, ধরন, ভাষা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ **‘লাইব্রেরি’ প্রবন্ধের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা ও নিজের ভাষায় প্রবন্ধ লেখার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.৩.৩, দলীয় কাজ)**

১ম ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.৩.৩-এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতি দল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময়ে অন্য

দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে যে কোনো বিষয়ের উপর নিজের ভাষায় ২০০-৩০০ শব্দের একটি গল্প লিখবে। প্রবন্ধ লেখার সময়ে প্রবন্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় রাখবে। নতুন করে প্রবন্ধ না লিখে এই পরিচ্ছেদের শুরুতে অনুশীলনী ৬.৩.১-এর জন্য প্রত্যেকে যে প্রবন্ধটি লিখেছিলে এখন সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।
- সবাই পরবর্তী সেশনের আগে প্রবন্ধটি চূড়ান্ত করে আনবে, এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং পরবর্তী সেশনে এটি উপস্থাপন করবে।

সেশন: ৫

➤ **নিজের ভাষায় লেখা প্রবন্ধ চূড়ান্তকরণ, প্রবন্ধ সম্পর্কে সহপাঠীদের মতামত নেওয়া, পরিমার্জন এবং প্রবন্ধটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৬.৩.৪, একক কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রত্যেকে নিজে নিজে যে প্রবন্ধটি রচনা করেছ এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছ তা দলের বন্ধুদের দেখতে দাও এবং একে অন্যের লিখে আনা প্রবন্ধ সম্পর্কে মত দাও। মতামত প্রদান শেষে চাইলে নিজের লেখা প্রবন্ধে যে কোনো পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে সবাই নিজেদের লেখা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবে ও দলের কয়েকজন তাদের লেখা প্রবন্ধের ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। সহপাঠীর পাঠ করা প্রবন্ধের অংশবিশেষও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কারো কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা প্রবন্ধ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। যারা এ সেশনের মধ্যে পারবে না তাদের জন্য পরবর্তী সেশনগুলোর শেষে ৫-১০ মিনিট করে সময় বরাদ্দ রাখবেন।)

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৮: নাটক

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন সাহিত্যের বিশেষ শাখা হিসেবে নাটকের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারে, নমুনা নাটকের সাথে জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক করতে পারে, নিজের ভাষায় নাটক তৈরি করে এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয়কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৬

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- নিজের ভাষায় নাটক লেখা, নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং নাটকের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.৪.১, দলীয় কাজ)
- দলীয় কাজের মাধ্যমে রচিত নাটকের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন এবং অন্য সহপাঠীদের মতামত নেওয়া।
- 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটক নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং নাটকের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.৪.২, জোড়ায় কাজ)
- 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং নাটকটি অভিনয় করার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.৪.৩, দলীয় কাজ)
- 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন (অনুশীলনী ৬.৪.৪, দলীয় কাজ)

সেশন: ১

- **নিজের ভাষায় নাটক লেখা, নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল-অমিল নির্ধারণ করা এবং নাটকের ধারণা নিয়ে আলোচনা করা। (অনুশীলনী ৬.৪.১, দলীয় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সদস্যের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রতি দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যে কোনো বিষয়ের উপর ২৫০-৩০০ শব্দের মধ্যে একটি নাটক লেখার চেষ্টা করো। নাটকে কয়টি চরিত্র থাকবে, কাহিনি কেমন হবে, এর শুরু ও শেষে কী থাকবে তা আগেই আলোচনা করে নাও। এ কাজের জন্য সময় ৩৫ মিনিট। নাটকের একটি নাম দেবে। (এ পর্যায়ে ৩০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন না।)

- যেসব দল এ সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করে ফেলেছ এবং যারা করতে পারোনি সবাই যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ এ পর্যায়ে রাখো। নিজেদের মধ্যে পুনরায় আলোচনা করে লেখাটিতে যে কোনো পরবর্তী সেশনে উপস্থাপন করবে। একইসাথে ৬.৪.১-এর প্রশ্ন অনুযায়ী নিজের লেখা প্রবন্ধের মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে মনে করো তাও চিহ্নিত করে আনবে।

- এরপর প্রত্যেকে 'নাটক কী' শিরোনামের অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়ো। নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার চেষ্টা করো। পাঠ শেষে এ বিষয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীদের নাটক লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য—যে কোনো ঘটনা/ব্যক্তি/বস্তু/বিষয়নিয়ে নিজের চিন্তা ও মতামত নাটকের ভাষায় প্রকাশ করার এক ধরনের অনুশীলন করানো। তারা যেন নিজে থেকে নাটক লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের নাটক লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। একইসাথে কোনো দলের লেখা নাটক নিয়ে শ্রেণিকক্ষে যেন কোনো ধরনের ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য না হয় সে ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকবেন।

সেশন: ২

- **দলীয় কাজের মাধ্যমে রচিত নাটকের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন এবং অন্য সহপাঠীদের মতামত নেওয়া।**

পূর্বের সেশনে গঠিত দলগুলোকে নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রতিদল গত সেশনে নাটকটি যতটুকু পর্যন্ত লিখেছ এখন তা চূড়ান্ত করবে। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।

- যদি কোনো দল ইতোমধ্যেই নিজেদের নাটক চূড়ান্ত করে ফেলো তাহলে তারা নিজেদের নাটকের কাহিনি, বিষয়বস্তু ও চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করবে। একইসাথে নাটক থেকে ৭-৮ লাইন পাঠ করে শোনাবে। এক দলের নাটক নিয়ে উপস্থাপন শেষে অন্য দলের সদস্যরা এর বিষয়বস্তু ও কাহিনি নিয়ে কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা থাকলে জানাবে।

- এভাবে প্রতি দল ক্রমান্বয়ে নিজেদের নাটকটি উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা মতামত দেবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষক সেশন পরিচালনার সময়ের মধ্যে চেষ্টা করবেন যেন সর্বোচ্চ সংখ্যক দল নিজেদের লেখা নাটক

সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারে। প্রয়োজনে পরবর্তী সেশনে উপস্থাপনের সুযোগ রাখবেন।)

সেশন: ৩

➢ **'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটক নীরব ও সরব পাঠ, এর শব্দার্থ নিয়ে সাধারণ আলোচনা এবং নাটকের গঠন অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৬.৪.২, জোড়ায় কাজ)**

১ম ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ১০ মিনিট। পুরো লেখা এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই। পড়ার সময়ে কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে 'শব্দের অর্থ' অংশ লক্ষ করবে। এছাড়াও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা থাকলে চিহ্নিত করে রাখবে এবং পাঠ শেষে জানাবে।
- এরপর আমি নাটকের কিছু অংশ কয়েকজনকে নির্ধারণ করে দেবো এবং তারা ঐ অংশগুলো সরবে পাঠ করবে। যাদেরকে সরব পাঠ করতে বলা হবে তারা জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই ভালোভাবে শুনতে পায়।
- সরব পাঠের সময়ে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কিনা, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।

২য় ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো এবং অনুশীলনী ৬.৪.২ অনুযায়ী 'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, দৃশ্য এবং নাট্যকারের মনোভাব সম্পর্কে নিজেদের মতামত প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- জোড়ায় কাজ শেষে কয়েকজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। যারা উপস্থাপন করবে তাদের কাজের সাথে অন্যদের কাজের কোনো ভিন্নতা অথবা কাজ নিয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

সেশন: ৪

➢ **'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটকের সাথে জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করা এবং নাটকটি অভিনয় করার প্রস্তুতি। (অনুশীলনী ৬.৪.৩, দলীয় কাজ)**

১ম ধাপ

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সংখ্যক সদস্যের কিছু দলে বিভক্ত করবেন ও নিচের নির্দেশনাগুলো

উল্লেখ করবেন:

- দলে সবাই মিলে আলোচনা করে অনুশীলনী ৬.৪.৩-এ প্রদত্ত প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতিদল থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলের সদস্যরা ঐ প্রশ্ন নিয়ে তাদের প্রস্তুত করা উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো ব্যাপারে ভিন্নমত বা যে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অল্প সদস্যের কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন এবং নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- প্রতি দল ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে নাটকের একটি অংশ অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। দলের সদস্যরা মিলে সিদ্ধান্ত নেবে নাটকের কোন অংশ নিয়ে এবং কে কী চরিত্রে অভিনয় করবে।
- নাটক অভিনয়ের জন্য বিশেষ পোশাক-পরিচ্ছেদ নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক নয়। স্কুলের পোশাকেই নাটকটি উপস্থাপন করতে পারবে। উপস্থাপনের সময়ে বই দেখে সংলাপ বলা যাবে।

সেশন: ৫, ৬

➢ **'মানসিংহ ও ঈসা খাঁ' নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন (অনুশীলনী ৬.৪.৪, দলীয় কাজ)**

এ সেশনে প্রতি দল ক্রমান্বয়ে নাটকটি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে। একেক দলের উপস্থাপন শেষে চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ উপস্থাপন, নাটকের কাহিনি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়ে অন্য দলের সদস্যরা মত প্রদান করতে পারবে।

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপনের কাজটি ভালোভাবে করতে পারবে, তা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করতে দেওয়ার উদ্দেশ্য— সংলাপ ও চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনি উপস্থাপন করতে পারা। তারা যেন আনন্দ পায় এবং নিজেদের অভিনয় দেখে নিজেরাই উৎসাহী হয়, সেটিও এ কাজের লক্ষ্য। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

সপ্তম অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৯: মত প্রকাশ করি, ভিন্নমত বিবেচনা করি

শিখন-অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য: এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতেমত প্রকাশ করতে পারা, ভিন্নমত বিবেচনায় নিতে পারা এবং আলোচনা প্রেক্ষিতে নিজের মত পরিবর্তন করতে পারার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা।

সেশনসংখ্যা : ৫

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ৭ম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, খাতা, সাদা কাগজ প্রভৃতি।

কার্যক্রম

- নমুনা গল্প নীরবে পাঠ, গল্প হতে মত প্রকাশের ধরন বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৭.১, জোড়ায় কাজ)
- মত প্রকাশ ও ভিন্নমত বিবেচনার ধারণা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।
- নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রদান করে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৭.২, জোড়ায় কাজ)
- ঐক্যমতে আসা যায়নি এমন একটি বিষয় নির্ধারণ করে নিজস্ব মতের পেছনে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যুক্তি শনাক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা মত পরিবর্তন করা। (অনুশীলনী ৭.৩, দলীয় কাজ)

সেশন: ১

- **নমুনা গল্প নীরবে পাঠ, গল্প হতে মত প্রকাশের ধরন বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন। (অনুশীলনী ৭.১, জোড়ায় কাজ)**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- সপ্তম অধ্যায়ের শুরুতে যে গল্প দেওয়া আছে প্রত্যেকে তা নীরবে পড়ো। গল্প পড়ার জন্য সময় ৫ মিনিট।
- গল্পটিতে যেভাবে একটি বিষয়ের উপর মতামত প্রদান দেখানো হয়েছে তা তোমাদের কেমন মনে হয়েছে? ভিন্নমত প্রকাশ নিয়ে কারো কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকলে বলতে পারো।
- এবার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করে অনুশীলনী ৭.১ অনুযায়ী প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট। কাজ শেষে একেক জোড়া একেক প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে এবং বাকিরা নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। কোনো পরামর্শ বা ভিন্নমত থাকলে তা উপস্থাপনা শেষে উল্লেখ করবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ২

➢ **মত প্রকাশ ও ভিন্নমত বিবেচনার ধারণা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।**

মত প্রকাশ ও ভিন্নমত বিবেচনা নিয়ে শিক্ষার্থীদের যে কোনো ধারণা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। নমুনা প্রশ্ন:

- আলোচনার সময়ে কোনো বিষয়ে নিজের চিন্তা বা ভিন্নমত প্রকাশ করার অভিজ্ঞতা আছে কাদের হাত তোলো?
- কোনো বিষয়ে মত বা ভিন্নমত কী সহজেই প্রকাশ করা যায়? নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তোমরা কী মনে করো?
- কোনো বিষয়ে মতামত প্রদান করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত মনে করো?
- কোনো বিষয়ে ভিন্নমত থাকলে এর সুবিধা-অসুবিধা কী? এ বিষয়ে কারো কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে জানাও।
- কারো সাথে একমত না হলে কীভাবে ভিন্নমত প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করো?

এরপর শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনা উল্লেখ করবেন:

- 'মত প্রকাশ ও ভিন্নমত বিবেচনা' শিরোনামে এ অধ্যায়ে যে অনুচ্ছেদটি দেওয়া আছে সেটি প্রত্যেকে নীরবে পড়ো। অনুচ্ছেদের কোনো বক্তব্য নিয়ে জিজ্ঞাসা বা মতামত থাকলে পাঠ শেষে জানাবে। (এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পাঠ শেষে শিক্ষক অনুচ্ছেদটির বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং সকলে যেন উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।)

সেশন: ৩

➢ **নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রদান করে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৭.২, জোড়ায় কাজ)।**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- অনুশীলনী ৭.২ অনুযায়ী প্রত্যেকে ৪টি বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে মত নির্ধারণ করো এবং নিজের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করো। এককভাবে এ কাজটি করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে নিজের কাজ পাশের কয়েকজন সহপাঠীকে দেখতে দাও এবং তাদের কাজ দেখো। একে অন্যের কাজ মেলাও, মতামত দাও এবং প্রয়োজন হলে নিজের কাজটি পরিমার্জন করো।

- এরপর প্রতিটি বিষয় নিয়ে কয়েকজন নিজের কাজ উপস্থাপন করবে এবং বাকিরা মিলিয়ে নেবে। কোনো ভিন্নমত বা পরামর্শ থাকলে তা উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন এবং অতিরিক্ত নির্দেশনা দেবেন। ক্লাসে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যেন উপস্থাপনার সময়ে সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

সেশন: ৪, ৫

➢ **নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রদান করে সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করা। (অনুশীলনী ৭.২, জোড়ায় কাজ)।**

এ কার্যক্রমের জন্য শিক্ষার্থীদের অল্প সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন ওনিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- অনুশীলনী ৭.৩ অনুযায়ী দলের সবাই মিলে এমন একটি বিষয় নির্ধারণ করো যেটি নিজেদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। বিষয়টি কেমন হতে পারে তা অনুশীলনী ৭.২ থেকে ধারণা পাবে।
- বিষয় নির্ধারণের পর আলোচনা করেঅনুশীলনীতে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে মত, ভিন্নমত, যুক্তি ও সিদ্ধান্ত নির্ধারণ। মনে রাখবে আলোচনার সময়ে কারো মতামতই বাদ দেওয়া যাবে না।
- আজকের সেশনে আলোচনা করে ছকটি শেষ করবে এবং পরবর্তী সেশনে প্রতি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনা নিয়ে অন্য দলের সদস্যদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে উপস্থাপনা শেষে জানাবে।

  শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নিজের মতামতও উল্লেখ করবেন।

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

বীরপ্রতীক ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম

বীরপ্রতীক তারামন বিবি

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত ৪০০ শয্যার বাংলাদেশ হাসপাতালটি ভারতের আগরতলায় বিশ্রামগঞ্জে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ হাসপাতালটি বাঁশ দিয়ে তৈরি ছিল। ২ নং সেক্টরের অধীনে ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগম এ হাসপাতালে কমান্ডিং অফিসার (সিও) ছিলেন। তিনি নিয়মিত ঝুঁকি নিয়ে আগরতলা থেকে ঔষধ আর দরকারি সরঞ্জামাদি আনার কাজ করতেন। গুরুতর আহত মুক্তিযোদ্ধা অথবা অনাহার আর রোগে ভোগা শরণার্থীদের অক্লান্ত শ্রম ও মেধা দিয়ে মুমূর্ষু সময়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দিয়ে গেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকালীন বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ক্যাপ্টেন ডা. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুড়িগ্রামের শংকর মাধবপুরে ১১ নম্বর সেক্টরে কিশোর বয়সে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করা, তাঁদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীর খবর সংগ্রহ করা এবং সম্মুখযুদ্ধে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছিলেন তারামন বিবি। মুক্তিযুদ্ধে শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা এবং অবস্থান জানতে গুপ্তচর সেজে সোজা চলে গেছেন পাক-বাহিনীর শিবিরে। দুর্ধর্ষ সেই কিশোরীর অসীম সাহসিকতার জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তারামন বিবিকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব প্রদান করেন।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরনিন্দা ভালো নয়

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য